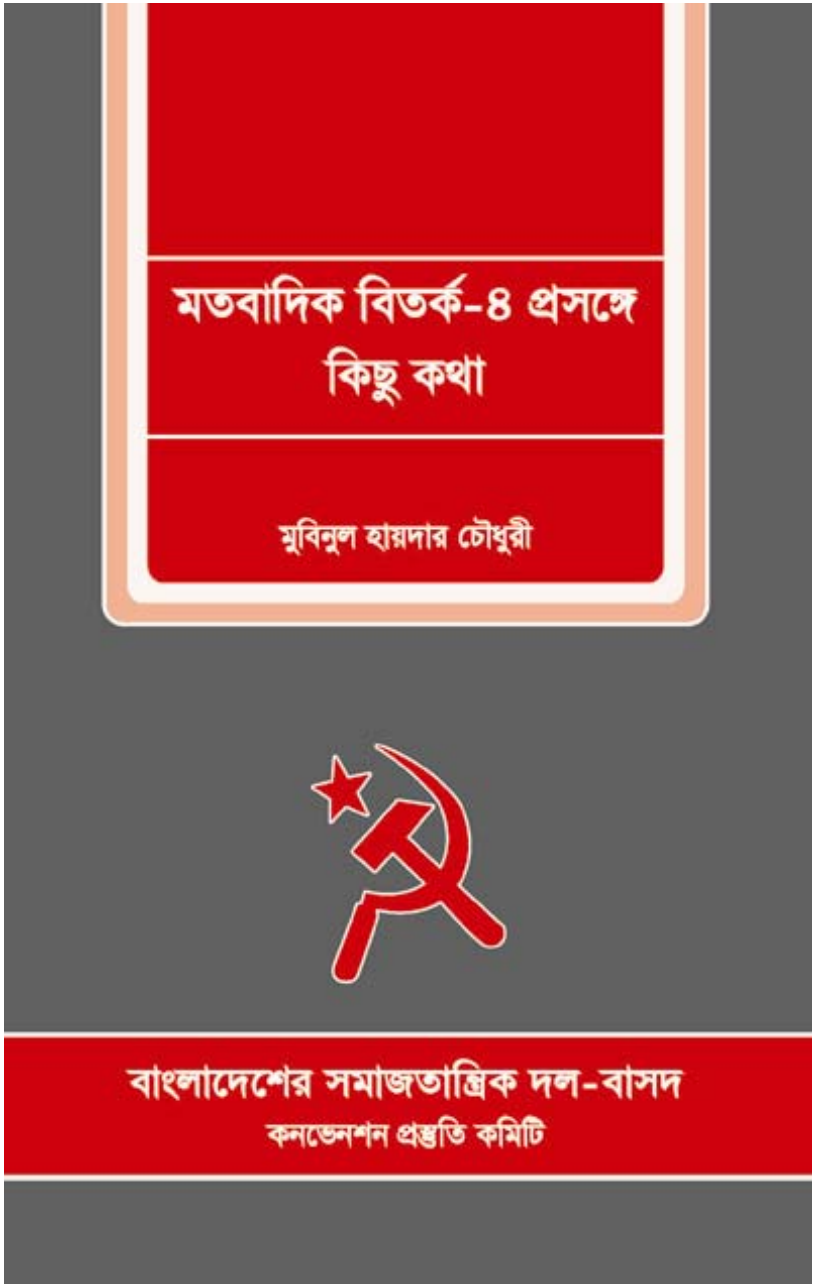

মতবাদিক বিতর্ক-৪ প্রসঙ্গে কিছু কথা

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

মতবাদিক বিতর্ক-৪ প্রসঙ্গে কিছু কথা

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

প্রকাশকাল : ৫ জুন ২০১৩

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি
২২/১ তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫
ই-মেইল : spb.convention2014@gmail.com

মূল্য : ১৫ টাকা

ভূমিকা

জাসদ-এর অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্কের এক পর্যায়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে ১৯৮০ সালে আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, আধুনিক সংশোধনবাদ সম্পর্কিত যথার্থ মূল্যায়ন, লেনিনীয় পার্টি ধারণার উন্নততর উপলব্ধি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে পেয়েছিলাম। চর্চার ক্ষেত্রে ঘাটতি সত্ত্বেও, মূলত একে ভিত্তি করে সংগ্রামের ফলেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বাম আন্দোলনে প্রবল বিভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের দল বিকশিত হয়েছে।

আমাদের দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক প্রশ্নে গত আগস্ট ২০১২ থেকে একটা বিতর্ক প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। দল কোন চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং আগামী দিনে কোন চিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে – তা নিয়েই এ বিতর্ক। পাশাপাশি মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান সম্পর্কে দলের মূল্যায়ন ও উপলব্ধি কী হবে – তাও ছিল বিতর্কের অন্যতম বিষয়। অন্য কথায়, বিপ্লবী দল গড়ে তোলার নীতিগত-পদ্ধতিগত সংগ্রাম এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটগুলোকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দলের অভ্যন্তরে বিতর্ক চলেছে। দলের নীতিনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী নেতৃত্বের হাত থেকে দল, দলের বিপ্লবী আদর্শ এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার প্রশ্নে অবস্থান নিয়ে বিতর্ক পরিচালনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কমরেড খালেকুজ্জামানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ দলের মৌল নীতি-আদর্শ ও রাজনৈতিক লাইনের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে সুস্থ মতাদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অন্তরায় সৃষ্টি করেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর দাঁড়িয়ে সত্যানুসন্ধানী বিতর্কের উপযুক্ত পরিবেশ অনুপস্থিত হয়ে যাওয়ায় দলের বিপ্লবী প্রাণসত্ত্বা রক্ষার প্রশ্নে আদর্শিক অবস্থান গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অতীত ইতিহাস আমাদের সামনে এ শিক্ষাই রেখে গেছে যে, দলের সঠিকতা রক্ষার প্রশ্নটি – যার ভিত্তি হচ্ছে সঠিক বিপ্লবী আদর্শ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন – অন্য যে-কোনো প্রশ্নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান মতাদর্শিক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর একটি বক্তব্যের জবাবে কমরেড খালেকুজ্জামান লিখিত 'মতবাদিক বিতর্ক-৪ : 'শিবদাস ঘোষের অবদান' - একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক' বইটির জবাবে আমাদের এ লেখাটি প্রকাশিত হল।

ধন্যবাদসহ
শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী
সদস্য
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

মতবাদিক বিতর্ক-৪ প্রসঙ্গে কিছু কথা

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

সম্প্রতি 'শিবদাস ঘোষের অবদান – একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে যার লেখক কমরেড খালেকুজ্জামান। একে 'মতবাদিক বিতর্ক-৪' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পুস্তিকাটি, প্রধানত, ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১৩ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী দলের জেলা আহ্বায়ক-সমন্বয়ক-সদস্য সচিবদের সভায় উপস্থাপিত 'শিবদাস ঘোষের অবদান' শীর্ষক আমার বক্তব্যের বিভিন্ন দিকের প্রতি-উত্তর। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "মতবাদিক বিতর্ক দলের ভিতরে-বাইরে আদর্শিক মানোন্নয়ন ঘটায়। নেতা-কর্মীদের সমৃদ্ধ করে। দলের যৌথ জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করে।"

সুস্থ মতবাদিক বিতর্ক হলে একথা অবশ্যই সত্য। তাই সত্যিকারের মার্কসবাদীরা সব সময়ই সুস্থ মতবাদিক বিতর্ককে স্বাগত জানায় এবং উৎসাহিত করে। বর্তমানে যে মতবাদিক বিতর্ক চলছে তা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক চলছে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিপ্লবীদের গভীর ধারণা গড়ে তোলা বিপ্লবের এক অপরিহার্য শর্ত। তাই সুস্থ বিতর্কের এত প্রয়োজন।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সুস্থ বিতর্কের উদ্দেশ্য হল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা; কোনোভাবে কথার চাতুরিতে প্রতিপক্ষকে ভুল প্রমাণ করা নয়। একথাও সকলের জানা আছে যে সুস্থ বিতর্ক উক্ত নীতির আধারে হওয়া দরকার এবং তার প্রাথমিক শর্তই হল – প্রতিপক্ষের বক্তব্য ঠিক যেভাবে বলা হয়েছে, তাকে হুবহু সেইভাবে রেখেই খোলা মনে বিচার করা – তাতে সত্যিই যদি কিছু ভুল থাকে দেখানো এবং যদি কোনো সত্য থাকে তাকেও দেখানো। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতেই হচ্ছে যে কমরেড খালেকুজ্জামানের লেখার শুরুতেই এ শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে।

শুরুতেই এমন এক বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে যা একেবারেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছি এভাবে যে, "কমরেড লেনিন যেমন ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম, ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়েন পার্টি এগুলো সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যগুলো (যা) খানিকটা বীজের আকারে ছিল, ইলাবরেটেড ডিসকাশন ছিল না ..."। আমার এ উক্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে, "ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম (গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা), ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত (সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব), প্রলেতারিয়েন পার্টি (সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি) ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণাগুলো মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন 'বিপ্লব করার পিরিয়ড' এ আনেননি বিধায় তা আইডিয়ার বীজ রূপে ছিল ..." এভাবে বলার মধ্য দিয়ে আমি যে ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম তাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের মধ্যে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম, ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়েন পার্টি সম্পর্কে ধারণা যা বীজের আকারে ছিল, কমরেড লেনিন পরবর্তীকালে পার্টি গঠন করতে গিয়ে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও পরিষ্কার একটা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। মতবাদিক বিতর্ক-৪ এ "মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ..." বলে যেভাবে লেনিনের নামটি মার্কস-এঙ্গেলসের নামের সাথে জুড়ে দেয়া হল, তাতে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম, ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়েন পার্টি সম্পর্কিত ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের যে দুটি ঐতিহাসিক পর্যায়, যা আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, তাকে একটি অসৎ উদ্দেশ্যে আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রলেতারিয়ান পার্টি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যগুলো খানিকটা বীজের মতো ছিল – একথা আমি অবশ্যই বলেছি এবং এটাকে আমি ভুল মনে করি না। কেন, সেকথা আমি অবশ্যই আলোচনা করে দেখাবো। কিন্তু লেনিনের নাম যুক্ত করে 'মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের চিন্তা বা মতাদর্শ' বীজের আকারে ছিল (পৃঃ ১০) – এ কথা আমি কোথায় বলেছি? খালেকুজ্জামান তা কোথাও দেখান নি – দেখাতে পারবেনও না। কারণ এ আমার চিন্তার বাইরে। মার্কসবাদ আমার এবং আমার প্রিয় দল বাসদেরও জীবনদর্শন। বীজের আকারে যে 'চিন্তা' বা 'দর্শন' তাকে দিয়ে জীবনসংগ্রাম চালানো যায় না – সে কথা বুঝতে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

আমি আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি যে, কমরেড লেনিন ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেছেন, এটি সেন্ট্রালিজম এবং প্রলেতারিয়ান ডেমোক্রেসির ফিউশন। এটি করতে গিয়ে নেতৃত্বের গুরুত্ব, অথরিটির স্থান সম্পর্কে লেনিন যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও আমি আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি। আমার বক্তব্য ভুল প্রমাণ করতে মার্কসের অবদান সম্পর্কে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের লেখা থেকে তুলে ধরেছেন : "... সবচেয়ে বড় ব্যাপার, মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (প্রথম আন্তর্জাতিক 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' এর প্রতিষ্ঠা করেন মার্কস ১৮৬৪ সালে। এই আন্তর্জাতিক কায়েম থাকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। এইটিই ছিল প্রলেতারীয় পার্টির প্রথম অঙ্কুর) গঠন ..."। খালেকুজ্জামান এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করে যা বোঝাতে চাইলেন তা একটু গভীরে গিয়ে বিচার করা দরকার। তাহলে

বোঝা যাবে যে তিনি 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ'-এর সাথে সর্বহারা বিপ্লবী দলের যে লেনিনীয় ধারণা – তাকে গুলিয়ে ফেলেছেন, যার ফলে যাঁরা এ দুটি সংগঠনের পার্থক্য জানেন না, তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই এই বিষয়টিও একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই একথা জানেন, যেটা লেনিন concretely দেখিয়েছেন – সর্বহারা বিপ্লবের content যদিও আন্তর্জাতিক, এর form জাতীয়। সর্বহারা বিপ্লব দেশে দেশে সংগঠিত হবে। তাই দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবী দল বা কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা আলাদা করেই গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু যেহেতু সকল কমিউনিস্ট পার্টিরই শেষ উদ্দেশ্য বিশ্ব সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা – তাদের মধ্যে একটা সংহতি ও সমভাব গড়ে তোলাও দরকার। একটি দেশের সফল বিপ্লব অন্যান্য দেশের বিপ্লবকে উৎসাহিত এবং ত্বরান্বিত করবে; এবং একাজ বিশেষ দেশের বিশেষ কমিউনিস্ট পার্টিই সম্পাদন করবে – 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। একই সাথে বিশ্ব বিপ্লবের চিন্তা এবং তার জন্য একটি মাত্র শ্রমিক সংগঠনের কল্পনা শুধু ট্রটস্কিপন্থীরাই করতে পারে।

ফলে একটি বিশেষ দেশের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল যা সে দেশে বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে এবং 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' – এ দুটোই শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন হলেও তাদের সাংগঠনিক কাঠামো এবং উদ্দেশ্য এক নয়। তাই লেনিন যেমন রাশিয়ায় বিপ্লবের জন্য 'বলশেভিক পার্টি' গড়ে তুলেছেন তেমনি দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে এবং সে আন্দোলনগুলোকে বিপ্লবের সাধারণ লাইন দেয়ার জন্য 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গড়ে তুলেছেন।

তাহলে মার্কস-এঙ্গেলস 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' গড়ে তুলেছিলেন কোন উদ্দেশ্য থেকে? মার্কস-এঙ্গেলসের 'প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের শুরুতে সর্বহারাশ্রেণীকে মানব সমাজের উচ্চতর চিন্তা এবং আদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদী ভাবাদর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের বিপ্লবের প্রেরণা দেয়া এবং যখন দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছিল তাদের পথ দেখানো। সুদূরপ্রসারী হলেও 'প্রথম আন্ত র্জাতিক শ্রমিক সংঘ' মার্কস-এঙ্গেলসের নেতৃত্বে সফলতার সাথে একাজ সম্পন্ন করেছে।

ফলে আমরা দেখলাম, মার্কস-এঙ্গেলস যে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তা কোনো বিশেষ দেশের বিপ্লবের জন্য নয়। আর এর ফলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, সর্বহারা একনায়ত্ব, সর্বহারা বিপ্লবী দল ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যগুলো খানিকটা বীজের আকারে ছিল বলে আমি উল্লেখ করেছি এবং তার কারণ হিসাবে আমি বলেছি – মার্কস-এঙ্গেলসের সময়টা বিপ্লবী দল গঠন করে বিপ্লবী স্ট্রাগলের পিরিয়ড ছিল না।

সে সময়টা যে বাস্তবেই বিপ্লবী স্ট্রাগলের সময় ছিল না – মার্কসের নিজের বক্তব্য থেকেই তা পরিস্কার বোঝা যাবে। তাঁর অতি বিখ্যাত লেখা *Critique of Political Economy*-র Preface-এ মার্কস লিখছেন : "No social order ever disappears before all the productive forces for which there is room in it have been developed; and new higher relations of production never appear before the material conditions of their existence have matured in the womb of the old society itself." *(*Quoted in *History of the CPSU(B), P. 206)* অর্থাৎ কোনো সমাজব্যবস্থাই অবলুপ্ত হয় না যতক্ষণ না তার অভ্যন্তরে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের যে সুযোগ রয়েছে তা বিকশিত হয়েছে এবং নতুন উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কেরও আবির্ভাব হয় না যতক্ষণ না পুরনো সমাজের গর্ভেই তার আসার বস্তুগত ভিত্তি পরিপূর্ণরূপে পরিণত হয়েছে।

সকলেই জানেন, মার্কস-এঙ্গেলসের সময় বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকাশ চূড়ান্ত হয়ে পতন শুরু হয়নি। তখনও খুব অল্প হলেও কিছুটা বিকাশের সুযোগ এবং সম্ভাবনা ছিল। পুঁজিবাদ তার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে – সেটাই লেনিনের যুগ, যখন লেনিন দেখিয়েছেন – সাম্রাজ্যবাদের আর এক নাম মরণাপন্ন পুঁজিবাদ। এই স্তরেই তাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব – তাই একই সাথে এটা সর্বহারা বিপ্লবেরও যুগ। লেনিনের চিন্তাকে ভিত্তি করেই স্ট্যালিন দেখিয়েছেন যে, এ যুগ হল (লেনিনের সময় থেকে) সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে মার্কস এবং এঙ্গেলসের সময়টা হল 'বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব', আর লেনিনের সময়টা হল সর্বহারা বিপ্লবের শুরুর পর্ব। রাশিয়ায় সফল বিপ্লব সম্পন্ন করে লেনিন তাঁর এই বিশ্লেষণের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। আর এ বিপ্লবকে সংগঠিত করতে গিয়ে তিনি মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তায় ও কর্মে পার্টি-সম্পর্কিত যে ধারণা বীজের আকারে ছিল তাকে পরিবর্ধিত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। লেনিন সর্বহারার বিপ্লবী দল বা কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ ধারণা দিয়েছেন; গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা, যৌথ নেতৃত্বের ধারণা – এসব লেনিন এনেছেন। এমনকি প্রফেশনাল রেভিলিউশনারীর ধারণাও তিনিই দিয়েছেন। তাই আজ কমিউনিস্ট পার্টি মানেই লেনিনীয় ধারণার উপর সংগঠিত পার্টি। কিন্তু সে

ধারণার আর কোনো বিকাশের প্রয়োজন নেই, এ কথা কোনো যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই বলবেন না। বরং সময় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধারণারও বিকাশ ঘটাতে না পারলে বিপ্লব সফল করা সম্ভব নয়।

মতবাদিক বিতর্ক-৪ এ আমার বক্তব্যের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, "মার্কস-লেনিনের চিন্তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন বা পরোক্ষ সূত্রে জড়িত কোন আইডিয়া মাত্র ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে লড়াইয়ের ময়দানেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন সমাজের বিজ্ঞান সম্মত বিকাশের নিয়ম ও তার গতিপথ।" লক্ষণীয় যে মার্কস এবং লেনিনের নাম এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করে এ মন্তব্য এমন করে করা হল যে এতে দুটি বিভ্রান্তি তৈরি করা হল – এক, মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের দুটি পৃথক সময়কে একাকার করে দেওয়া হল; আর দুই, আমি যাকে 'চিন্তার বীজ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছি তাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন আইডিয়ামাত্র অর্থাৎ একঅর্থে ভাববাদী বোঝানো হল। 'চিন্তার বীজ' বললে চিন্তার শুরুর অবস্থাকেই বোঝায়। অর্থাৎ চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ তখনও পর্যন্ত হয় নি, আর বোঝায় এই বীজের অঙ্কুরিত ও বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে – যেটা হলে ফসল পাওয়া যায়। এখন এ চিন্তা জীবনসংগ্রাম-লব্ধ জ্ঞান থেকে বাস্তবধর্মী চিন্তাও হতে পারে, আবার এ চিন্তা অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত ভাববাদী চিন্তাও হতে পারে। ফলে কোনো চিন্তা বস্তুবাদী বা ভাববাদী কিনা সেটা তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেই জানা যায়; ভাবের চরিত্র এবং তার বিকাশের স্তর – এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ফলে 'চিন্তার বীজ' মানেই ভাববাদী অবাস্তব চিন্তা নয়। বস্তুবাদী চিন্তাও বীজের আকারে বা শুরুর স্তরে থাকতে পারে, তেমনই অবাস্তব ভাববাদী চিন্তাও বীজের স্তরে থাকতে পারে; আসলে সমস্ত প্রকারের চিন্তাই শুরুতে বীজের আকারে থাকে। এটা বস্তুতই বিস্ময়ের বিষয় যে কমরেড খালেকুজ্জামান চিন্তার চরিত্র এবং তার বিকাশের স্তর – এ দুয়ের পার্থক্য জানেন না! তাঁর বিচারে 'চিন্তার বীজ' মানেই অবাস্তব চিন্তা, যার সাথে জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি আমার বক্তব্যের কোথাও উল্লেখ করিনি যে, মার্কস-লেনিনের চিন্তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন আইডিয়া মাত্র। বরং আমি বলতে চেয়েছি, যে-কোনো যুগান্তকারী চিন্তা দু'ধরনের সংগ্রামের উপর গড়ে ওঠে। একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম এবং অপরটি গড়ে তোলার বাস্তব সংগ্রাম। একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অপরটিকে উন্নততর হতে সাহায্য করে। সেন্ট্রালিজম এবং প্রলেতারিয়ান ডেমোক্রেসির ফিউশন ঘটিয়ে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজমের ধারণা লেনিন তাঁর বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে তুলেছেন। লেনিনের সময়ে সেটিও প্রধানত আইডিয়ার অর্থেই বিদ্যমান ছিল। জার-শাসিত রাশিয়ায় যখন সামন্তীয় সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত রক্ষণশীল এবং নিবর্তনমূলক সেই সময়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মুক্তি আকাঙ্ক্ষা ছিল মূলত গণতান্ত্রিক। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পাথেয় করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লেনিন স্যোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক পার্টি) গড়ে তোলেন। কিন্তু জারশাসিত তৎকালীন রাশিয়ায় বিপ্লবের স্তর ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার নয় মাসের মধ্যে সমাজ অভ্যন্তরে বিপ্লবী স্রোতধারায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সে কারণেই আমি বলেছি, এ সংক্রান্ত ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লেনিনের সময়কার অবস্থিত বাস্তবতায় আইডিয়ার উপর জোর পড়েছিল। আইডিয়া গড়ে তোলার সংগ্রামও একটি কষ্টকর বাস্তব সংগ্রাম এবং বস্তুবাদী আইডিয়া কেবলমাত্র লড়াইয়ের ময়দান থেকেই উঠে আসে।

যাই হোক, মতবাদিক বিতর্ক-৪ এ এরপর কমরেড খালেকুজ্জামান বিশদভাবে তুলে ধরেছেন কীভাবে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন বাস্তব সংগ্রামগুলো করেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নানা উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। আমাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের সংগ্রামের কিছু দিক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে মনে হতে পারে আমরা তার সাথে বিরোধ করছি। এর সাথে বিরোধের কিছু নেই। মার্কস-এঙ্গেলসের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আদর্শগত বুনিয়াদ মার্কসবাদ গড়ে উঠেছে।

মতবাদিক বিতর্ক-৪ এ অপর এক জায়গায় আমার বক্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "বুর্জোয়া মানবতাবাদের অবক্ষয়ের কালে ব্যক্তিবাদের বিপদটা লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সেতুঙকে ফেস (face) করতে হয়নি। ... শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষে পার্টি গড়তে এসে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়া বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিবাদকে ফেস করলেন।" মতবাদিক বিতর্ক-৪ এ শিবদাস ঘোষের ব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত এ মতবাদকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে দু'পৃষ্ঠা জুড়ে মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তির অবক্ষয়ের যে সকল নমুনা তুলে ধরেছেন তা উদ্ধৃত করেছেন এবং নানা ধরনের উক্তি ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে মার্কস-এঙ্গেলসের *'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'*, লেনিনের *'বামপন্থী সাম্যবাদ - শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'* এবং স্ট্যালিনের রচনাবলী থেকে কিছু উদ্ধৃতি ছাড়া ছাড়াভাবে তুলে ধরেছেন। মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন যিনি যখনই প্রতিক্রিয়ার উপাদান তুলে ধরেছেন তিনিই ব্যক্তিবাদ সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু খালেকুজ্জামানদের এভাবে বলার মূল উদ্দেশ্য হল, আধুনিক পুঁজিবাদে যখন ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তিস্বাধীনতা সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়েছে সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত ধারণাকে যে মূর্ত

করে তুলেছেন তাকে অস্বীকার করা। এক্ষেত্রে পুস্তিকাটিতে উল্লেখ আছে, "শিবদাস ঘোষ সমাজতান্ত্রিক সমাজে অবশিষ্ট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদকেই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলছেন, তাকে 'সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ' বললেই যথার্থ বোধ আসে বলে আমরা মনে করি।" সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ' এর বস্তুগত ভিত্তি যেমন মুনাফা, শ্রেণীশোষণ প্রভৃতি না থাকায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিবাদের সাথে 'বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ' এর কিছুটা পার্থক্য থাকায় তাকে 'সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ' বললে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করে না। বরং তা দু'টি সমাজব্যবস্থার 'ব্যক্তিবাদ'-এর বৈশিষ্ট্য ও তাকে মোকাবেলা করার সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্যকার পার্থক্যকে গুলিয়ে দেয়। কমরেড স্ট্যালিনের একটি বড়সড় উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে যে, ক্ষুদ্র উৎপাদনের মাঝে পুঁজিবাদের শিকড়গুলো নিহিত থাকে। লক্ষণীয় যে কমরেড স্ট্যালিন পুঁজিবাদের সংস্কৃতি নিহিত থাকে তা উল্লেখ করেন নি। ক্ষুদ্র উৎপাদনে পুঁজিবাদ বলতে কমরেড স্ট্যালিন ভিত্তিতে (base) যে পুঁজিবাদ তার উপর জোর দিয়েছেন। উপরিকাঠামোতে যে পুঁজিবাদ তার উপর ততখানি জোর দেন নি।

এ কথা ঠিক যে মার্জার (merger) কথাটা স্ট্যালিন বলেছেন। এবং পার্সোনাল ইন্টারেস্টকে পার্টি ইন্টারেস্টের সাথে মেলাবার অর্থেই স্ট্যালিন মার্জার কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেটা আমি দেখাতে চেয়েছি যে, শিবদাস ঘোষ যেভাবে ব্যক্তিস্বার্থকে দলের এবং বিপ্লবের স্বার্থের সাথে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেওয়ার পথে গুড কমিউনিস্ট হবার সংগ্রামটিকে দল গঠনের শুরু থেকেই একটি জীবন্ত সংগ্রাম হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছেন – এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাঁরা পার্টি জীবন এবং ব্যক্তি জীবনকে এক করে দিতে পেরেছেন, কেবল তাঁদের মধ্য থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিধান রচনা করেছেন – সেটা এর আগে কখনো হয়নি। আজ ব্যক্তিবাদ যেভাবে কলুষিত হয়েছে তাতে এই সংগ্রামটিকে দল গঠনের ক্ষেত্রে যেমন অন্যতম প্রধান সংগ্রাম হিসাবে গড়ে তোলা দরকার, তেমনি দলকে সংশোধনবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও জীবন্ত করে রাখা দরকার। এক্ষেত্রে শিবদাস ঘোষ নিঃসন্দেহে অবদান রেখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন – সর্বহারা বিপ্লবী বা উচ্চ মানের কমিউনিস্ট হতে হলে শুধু ব্যক্তি সম্পত্তি ত্যাগ করলেই হবে না, ব্যক্তি সম্পত্তি থেকে যে ব্যক্তিসম্পত্তি বোধের (private property mental complex) সৃষ্টি হয়, তাকেও ত্যাগ করা দরকার, যে সংগ্রামটি অতি জটিল।

পুস্তিকাটিতে আমাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেছেন, 'পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষাকে শিবদাস ঘোষ উন্নত করেছেন এইভাবে যে, লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন রেভেলিউশনারী থিয়োরী – আর শিবদাস ঘোষ বিনয়ের সঙ্গে কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ – একটা এপিস্টোমোলজিক্যাল ক্যাটাগরি বললেন।'" এ প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে, লেনিন যখন বলছেন, "Without a revolutionary theory there cannot be any revolutionary party" – এক্ষেত্রে লেনিন এই 'theory' বলতে যে covering all aspects of life (জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে) বোঝাতে চেয়েছেন, শিবদাস ঘোষ সেটিই বিনীতভাবে বলেছেন। এক্ষেত্রে শিবদাস ঘোষ আরও বলেছেন, covering all aspects of life জ্ঞানের একটি পরিমণ্ডল নির্মাণ করা।

আমার এ কথাগুলোকে তাঁরা সমর্থন না করায় সমালোচনামূলকভাবে উত্থাপিত করেছেন। লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে – "আমরা আমাদের কর্মীদের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে শিক্ষিত করে তুলব যাতে তারা সর্বাঙ্গীণ সংগ্রামের প্রতিটি অভিব্যক্তিকে প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়।" *(কি করিতে হইবে - লেনিন)* এ উদ্ধৃতি দিয়ে শিবদাস ঘোষের ভাষ্য 'জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রাম' যে নতুন কোনো বক্তব্য নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। 'সর্বাঙ্গীণ সংগ্রাম' যে কোনো মহৎ সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত, প্রতিক্রিয়াশীলতা যে-কোনো সময়ের চেয়ে প্রকট, প্রতিক্রিয়ার পক্ষের শক্তি অত্যন্ত বিপুল বিশাল, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে গভীর ষড়যন্ত্র এবং প্রবল ক্ষমতাবলে অবদমিত করা হচ্ছে সে-সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর মাঝে সংগ্রামকে নিবিড় করার লক্ষ্যে এবং তার মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন 'জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রামে'র কথা, তখন তা অতীতের বহুবিধ কষ্টকর লড়াই-সংগ্রাম থেকে উন্নততর উপলব্ধি ও প্রয়োজনবোধকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে শিবদাস ঘোষ যৌথতা নির্মাণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবাদকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রামকে অনেক বেশি intense করার বিভিন্ন পর্যায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি তাঁর লেখায় পৃঃ ৮-এ লিখেছেন, "শিবদাস ঘোষ যে ভাষা-ভঙ্গিতে বলেছেন, তাতে বুঝতে অনেক সহজ হয় ঠিকই কিন্তু তাতে মৌলিকভাবে পৃথক কোন নতুন ভাব প্রকাশ করে না।" আমার লেখা থেকে কেউ দেখাতে পারবেন না যে আমি বলেছি 'তাতে মৌলিকভাবে পৃথক কোন নতুন ভাব প্রকাশ' পাচ্ছে। আমি বলেছি শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠন প্রশ্নে 'লেনিনের শিক্ষাকে অনেক ইলাবরেট ও এনরিচ' করেছেন। একথা বোঝা কারোর পক্ষেই কঠিন নয় যে 'লেনিনের শিক্ষাকে ইলাবরেট ও এনরিচ করেছেন' বললে লেনিনের

শিক্ষাকেই ইলাবরেট ও এনরিচ করা বোঝায়। লেনিনের শিক্ষার পরিবর্তে 'মৌলিকভাবে পৃথক কোনো নতুন ভাব' বোঝায় না।

কমরেড খালেকুজ্জামান যদি এই সহজ কথাটি সত্যিই না বুঝে থাকেন তবে বলার কিছু থাকে না; কিন্তু যদি বুঝেও একথা লিখে থাকেন তাহলে এটি আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে লক্ষণীয়, এ বিরূপ মানসিকতা সত্ত্বেও তাঁকে এ কথা বলতে হয়েছে যে, 'শিবদাস ঘোষ যে ভাষা-ভঙ্গিতে বলেছেন, তাতে বুঝতে অনেক সহজ হয়'। এটা বোঝা দরকার যে ইলাবরেশনের উদ্দেশ্যই হল তা কোনো একটি 'তত্ত্ব' বা 'চিন্তা'য় নিহিত অর্থকে সহজ করে বুঝিয়ে দেয় এবং সেই অর্থেই ও ততখানিই সে-তত্ত্বটির ধারণাকেও উন্নত করে। স্ট্যালিনের মূল্যবান রচনা 'প্রবলেমস অফ লেনিনিজম' পড়লেই এ বিষয়টি পরিস্কার হবে। এতে লেনিনের শিক্ষার বাইরে 'মৌলিকভাবে পৃথক কোনো নতুন ভাব' নেই। কিন্তু এই ইলাবরেশন বা ইন্টারপ্রিটেশন ছাড়া লেনিনের শিক্ষাকে সহজ ও সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হতো না, বরং ট্রটস্কি বা বুখারিনের ইন্টারপ্রিটেশনই সামনে এসে যাবার আশঙ্কা থাকত। স্ট্যালিনের এই ইন্টারপ্রিটেশন-কে তাই মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে একটি অমূল্য অবদান বলেই মানা হয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের যে অবদানের কথা আমি এখানে বলেছি তা লেনিনের সমগ্র চিন্তার ইলাবরেশন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তা না হলেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের যে অপরিহার্য সংগ্রাম সেগুলোর ইলাবরেশন তিনি করেছেন, যেমন বিপ্লবী তত্ত্ব বা revolutionary theory গড়ে তোলার সংগ্রাম। বিপ্লবী তত্ত্ব বা revolutionary theory বলতে লেনিন যে জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে একটি এপিস্টোমোলজিক্যাল ক্যাটিগরিকে বুঝিয়েছেন সেটি ধরতে না পারলে হাজারো সংগ্রাম এমনকি আত্মত্যাগ করেও বিপ্লবী দল গঠন করা সম্ভব নয়। তাই এই বিপ্লবী তত্ত্বের ধারণাটির ইলাবরেশন এত জরুরি। এই অত্যাবশ্যক কাজটি করেছেন শিবদাস ঘোষ।

পুস্তিকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে, "লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিপ্লবী কর্তব্যকর্মের দিকদিশা দেখিয়েছেন তাতে কি একথা বলা চলে যে, লেনিন বুর্জোয়া মানবতাবাদের চরম অবক্ষয়ী চেহারা দেখতে পাননি?" এ কথার উত্তরে শুধু বাংলাদেশে '৭০ এর দশকের অবক্ষয় আর আজকের যুগের অবক্ষয়ের তুলনামূলক চিত্র পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই বোঝা যায় যে, লেনিন অবক্ষয়-রূপে যা দেখেছেন আর শিবদাস ঘোষ যা দেখেছেন তা মাত্রার দিক থেকে কতখানি ভিন্নতর। লেনিন যেমন সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বুর্জোয়া মানবতাবাদের চরম অবক্ষয়ী চেহারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখেছেন, তেমনই বিশেষ করে কলোনিগুলোতে তার আপেক্ষিক প্রগতিশীল চরিত্রও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি এই জটিল বিষয়টিকে কমরেড খালেকুজ্জামানের মতো অতি সরলীকৃত করে দেখেননি।

লেনিন যখন RSDLP থেকে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি গঠন করেন, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে (১৯০৩ থেকে ১৯০৫), তখনই বিশ্ব পুঁজিবাদ তার উচ্চতম স্তর, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছেছে। এবং তখন রাশিয়ায় জারতন্ত্র অতি শক্তিশালী। আর চীনে যখন মাও-সে তুঙ পার্টি গঠন করেছেন তখন চীন একটি অতি পিছিয়ে পড়া আধা-উপনিবেশিক-আধা-সামন্তী দেশ। সে দেশেও জাতীয় বুর্জোয়ারা সামন্তী ব্যবস্থা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে তারা মিত্র শক্তি। ফলে লেনিন এবং মাও সে তুঙ-এর দেশে তখনও ব্যক্তিবাদ যে আজকের মতো কলুষিত হয়নি তা বোঝা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু শিবদাস ঘোষ যখন ভারতবর্ষের মাটিতে পার্টি গঠন করছেন, ১৯৪৮ সালে, তখন ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন। ফলে তাদের প্রাক-স্বাধীনতা কালে যতটুকু আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, তাও হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে বিশ্বপুঁজিবাদ তখন গভীর সংকটে নিমজ্জিত। ভারতীয় পুঁজিবাদ বিশ্বপুঁজিবাদেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সংকট নিয়েই জন্ম নিয়েছে। এই অবস্থায় ব্যক্তিবাদ – ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন করছে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রীক করে তুলছে।

আমার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "... বর্তমান যুগে লেনিনের ওই তত্ত্ব দিয়ে আর চলবে না – এটা আমার কথা, শিবদাস ঘোষ এটা বলেন নি, ... আজ পৃথিবীতে কোনও দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই চিন্তা ছাড়া এগুনো যাবে না।" আমার এ মন্তব্যকে তারা wild claim-এর পর্যায়ে পড়ে বলেছেন। এখানে আমার স্বীকার করা দরকার যে, শব্দ প্রয়োগে অসাবধানতার জন্য "লেনিনের ওই তত্ত্ব দিয়ে আর চলবে না" এরকম একটি ভুল expression হয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের ব্যাপারে কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীকে আরো ইলাবোরেট ও এন্‌রিচ্‌ করেছেন, আলোচনায় আমি এটাই বলেছি। আর এটাই আমার বিশ্বাস। ফলে 'লেনিনের তত্ত্ব দিয়ে আর চলবে না' - এ আমার বলার কথা নয়, এটা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বড় রকমের ভুল। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সে-তুঙয়ের সকল মৌলিক অবদানগুলোকে assimilate করে মার্কসবাদের যে বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন তার মৌলিকত্ব স্বীকার করেই আমরা এবং কমরেড খালেকুজ্জামানরা একটি অভিন্ন পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ

ছিলাম। কমরেড খালেকুজ্জামান সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এর ১১৬তম ও শিবদাস ঘোষের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বাসদের উদ্যোগে ৫ আগস্ট ২০১১ আলোচনা সভায় যে বক্তব্য রেখেছেন তা পরবর্তীকালে ভ্যানগার্ড আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, "... মার্কসবাদী দর্শনকে হাতিয়ার করে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষ এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। শোধনবাদী চিন্তা ও সংস্কারবাদ যখন বিপ্লবী আন্দোলনের পথে প্রধান বিপদ হিসাবে দেখা দিচ্ছিল এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল তখন তাঁর বিশ্লেষণ সমস্যার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবন ও জ্ঞানজগতের সর্বস্তরকে ব্যাপ্ত করে যথা বিজ্ঞান ও দর্শন, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য সমস্ত বিষয়ে লেনিন পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নতুন ও সুনির্দিষ্ট মূর্ত উপলব্ধি গড়ে তোলেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও তার তাৎপর্যকে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও দল গড়ে তোলার সংগ্রাম আজ সারা দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।" আমি পাঠককে একটু অনুরোধ করব, কমরেড খালেকুজ্জামানের এ উক্তিটির সাথে আমার উক্তির মাঝে তাঁর wild claim খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে।

এছাড়াও আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, লেনিন দেখিয়েছেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা হল কেন্দ্রীকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের মিশ্রণ। কিন্তু কীভাবে সেটা হবে লেনিন তা বলেন নি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, আদর্শগত কেন্দ্রীকতা গড়ার মধ্য দিয়েই সর্বহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। আদর্শগত কেন্দ্রীকতা হচ্ছে দল গঠনের সঙ্গে যুক্ত যে নেতা-কর্মীরা, তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিন্তা, বুর্জোয়া চিন্তা, ভাববাদী চিন্তা ইত্যাদি নানা রকম চিন্ত াভাবনা যা রয়েছে তাকে মার্কসবাদ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্যাটার্ন করে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত্ব করা, সার্বক্ষণিক সাহচর্য এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে চিন্তা এবং উদ্দেশ্যের ঐক্য গড়ে তোলা এবং এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবাদকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের ফিউশন ঘটানো। এটি নিঃসন্দেহে পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষার বিকশিত ধারণা। তাই আমরা মনে করি যে লেনিনের পার্টি গঠন সংক্রান্ত চিন্তাকে শিবদাস ঘোষ যেখানে ইলাবরেট এবং এনরিচ করেছেন তাকে ঠিকভাবে না বুঝতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতিতে যথাযথ Leninist party গঠন করা সম্ভব নয়। একারণেই আমি বলেছি, লেনিনের পার্টি গঠন সংক্রান্ত তত্ত্বের পুরনো ধারণা দিয়ে আজ আর চলবে না।

এখন ব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত ধারণা – যাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি সব থেকে বেশি এবং বিতর্ক অতি জটিল হয়ে উঠেছে, তার সম্পর্কে একটি সঠিক মার্কসবাদী ধারণা রাখা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। কারণ ব্যক্তিবাদ আজ সর্বহারা বিপ্লবের সামনে এক অত্যন্ত ক্ষতিকারক শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে। রাশিয়া থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে এই ব্যক্তিবাদী মানসিকতার বৃদ্ধিই আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও এই ব্যক্তিবাদই বিপ্লবের পথে অন্যতম বাধা হিসাবে কাজ করছে। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথেও ব্যক্তিবাদই বড় অন্তরায়। তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে আমি এবিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করব।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে সামন্তী ব্যবস্থায়, সামন্ত প্রভুদের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে যখন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না, তখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম বুর্জোয়ারা করেছে, তা শুধু প্রগতিশীলই নয়, বিপ্লবাত্মকও ছিল এবং এই সংগ্রামের বিকাশের পথেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত ও সম্পন্ন হয়েছে। শুরুর দিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিকাশ এনেছে; শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মের কবল থেকে মুক্ত করে সেক্যুলার, ডেমোক্রেটিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করেছে। তারই ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়ে বস্তুগত এবং চিন্তাগত, উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদনকে বাড়িয়েছে এবং বেশ কিছুটা উন্নত করার চেষ্টা করেছে। ঐতিহাসিকভাবে যতদূর সম্ভব শ্রমজীবী মানুষকে জমির বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, নারী স্বাধীনতার আওয়াজ তুলেছে এবং যতদূর সম্ভব অবদান রেখেছে। সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিসত্ত্বা তখন ছিল প্রগতিশীল।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেহেতু উৎপাদন-যন্ত্রের উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত – তাই কিছু দিনের মধ্যেই তা সংকট সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। এবং এই পথেই ধীরে ধীরে তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে সংকটে ডুবে গেছে। তখন থেকেই পুঁজিবাদ মরণাপন্ন হয়েছে এবং তার অবক্ষয় শুরু হয়েছে। আর এ অবক্ষয় কেবল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করেই শুরু হয়েছে। আর পুঁজিবাদী সমাজের মূল্যবোধের যে ধারণা – অর্থাৎ মানবতাবাদ, তাও নিঃশেষিত (exhausted) হয়ে গেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তিবর্গের চাহিদা পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ায় মুনাফাকেন্দ্রিক বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ধীরে ধীরে কলুষিত হতে শুরু করেছে। আবার মুনাফা যখন সর্বোচ্চ মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল তখন ব্যক্তিস্বত্ত্বাও মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় তা একেবারেই অধঃপতিত ও মূল্যবোধহীন হয়ে পড়ল।

ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বাতলে দিতে গিয়ে কমরেড খালেকুজ্জামান মতবাদিক বিতর্ক-৪ এ বলেছেন, "ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত না হয়ে উন্নত কমিউনিস্ট হওয়া যাবে না কথাটা কিভাবে বোঝা দরকার? ব্যক্তিবাদের উৎস কি? এটা পুঁজিবাদ থেকে সৃষ্ট উপসর্গ। ফলে পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াইকে যতটা নিয়মনীতি নির্ভর সামগ্রীকতায় পরিচালনা করা ও অংশগ্রহণ করা যাবে ততটা মাত্রায় অর্থাৎ সংগ্রাম বিকাশের চাহিদার ভাবমানসগত ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে থাকবে। এটা ভাবকে ভাব দিয়ে মোকাবেলা করার প্রক্রিয়া নয়। সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ভাব এবং সংগ্রামে ভাব চেতনার প্রয়োগ। এভাবেই দ্বান্দ্বিক নিয়মে 'ব্যক্তিবাদ' একটা প্রবণতা হিসাবে লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে।"

পুঁজিবাদ থেকেই ব্যক্তিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এ ব্যক্তিবাদকে মোকাবেলা করার যে উপায় পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিটিতে করা হয়েছে তা সরলীকৃত করে বলা এবং অস্পষ্ট। নিয়ম-নীতির মধ্যে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে এটা অনস্বীকার্য। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইয়ে অগণিত মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন নিয়ম-নীতি মেনেই, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই এ সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারেন নি, আবার অনেকে এ সমস্যাকে চিহ্নিত করেও কোন পথে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে তা বুঝতে পারেন নি। পুঁজিবাদ যেহেতু অনড়-অচল কিছু নয়, তাই পুঁজিবাদ থেকে সৃষ্ট উপসর্গ 'ব্যক্তিবাদ'-ও তার রূপ পাল্টেছে। আর সে কারণেই পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের সামনে হাজির হওয়া নতুন সমস্যা, নতুন প্রশ্ন মোকাবেলা করার জন্য পুরনো নিয়ম-নীতির উপলব্ধিকে উন্নত ও বিকশিত করতে হয়, নতুন নিয়ম-নীতি আয়ত্ত্ব করতে হয়। তা নাহলে সংগ্রাম যথার্থ হয় না। কমরেড শিবদাস ঘোষই 'ব্যক্তিবাদ'-সম্পর্কিত ধারণার ইলাবরেশন করেছেন এবং তাকে মোকাবেলা করার তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ব্যক্তিবাদকে মোকাবেলা করার সংগ্রাম একটি পার্টি গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ের সংগ্রাম – পার্টি বিকাশের মাঝামাঝি বা শেষের সংগ্রাম নয় বা বিপ্লব-পরবর্তী স্তরের সংগ্রাম নয়। কমরেড খালেকুজ্জামান এবং তাঁর সঙ্গীরা বলছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান থেকে তাঁরাও শিক্ষা নেবেন, এটা কিন্তু স্পষ্ট করা হচ্ছে না যে তাঁরা কোন শিক্ষা শিবদাস ঘোষ থেকে নেবেন। প্রকৃতপক্ষে পুরো পুস্তিকাটিতে তাঁরা শিবদাস ঘোষকে অস্বীকার করতেই বেশি সচেষ্ট।

পুস্তিকাটিতে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেছেন, "যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে লেনিন যখন বলেন, দলের সমস্ত সদস্যদের যৌথজ্ঞানই যৌথ নেতৃত্ব এবং দলের মধ্যে আদর্শগত কর্তৃত্ব যখন সাংগঠনিক কর্তৃত্ব রূপে আবির্ভূত হয় তখনই তা অথরিটি রূপে কার্যকারিতা লাভ করে, ... তখন দলের অথরিটি, যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপের ধারণা লাভ করতে অসুবিধা কোথায়? উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে কমরেড হায়দারের বক্তব্য যথার্থ নয়। কারণ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এর চিন্তা বা মতাদর্শ 'বীজের আকারে' নয়, বাস্তব জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির দর্শন বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শটি গড়ে উঠেছিল।" যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কিত ধারণা মূর্ত করতে গিয়ে লেনিন যেমন বলেছিলেন যে দলের সমস্ত সদস্যদের যৌথজ্ঞানই যৌথ নেতৃত্ব – এভাবে মার্কস-এঙ্গেলস বলেন নি। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের জীবনাচরণ এবং শিক্ষার মাঝে এ কথা নিহিত থাকায় লেনিন মার্কসবাদের চর্চা করতে গিয়ে এ কথাটি এভাবে বলতে পেরেছিলেন। আবার লেনিনের expression 'দলের আদর্শগত কর্তৃত্ব সাংগঠনিক কর্তৃত্ব রূপে আবির্ভূত হওয়া', আর শিবদাস ঘোষের expression 'দলের অথরিটি যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ'। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এর মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষ কমরেড লেনিনের expression-কে বিকশিত করেছেন। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের নামের সাথে লেনিনের নামটা জুড়ে দিয়ে দুইটি ঐতিহাসিক পর্যায়কে অস্বীকার করে যেভাবে গড় করে আমার উপর চাপানো হয়েছে, আমি কখনোই সেভাবে বলিনি।

যেখানে লেনিন বলেছেন, পার্টির যৌথজ্ঞানই যৌথ নেতৃত্ব – এটিকে বুঝতে পারা মোটেই সহজ ছিল না। শিবদাস ঘোষ এটিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবী জীবন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে যে প্রশ্নগুলো দেখা দেয় তার উপরে দলের নেতা-কর্মীদের চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে ঐক্যমত গড়ে ওঠে তাকেই যৌথজ্ঞান বলা হয়। আর এ যৌথজ্ঞান, যাঁরা এই সংগ্রামে অংশ নেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই ব্যক্তিকৃত রূপ নেয়। কিন্তু সবার মধ্যেই তা একই প্রকার রূপ নিলেও একেবারে হুবহু একভাবে নিতে পারে না। যাঁর মধ্য দিয়ে এ যৌথজ্ঞান সর্বোন্নত এবং সর্বাঙ্গীণ রূপ নেয় তিনিই দলের যৌথনেতৃত্বের বিশেষীকৃত এবং ব্যক্তিকৃত রূপ হিসেবে আবির্ভূত হন। কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্বের ধারণা এবং তার ব্যক্তিকৃত রূপের আবির্ভাব – জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা সর্বোত্তম উপায়ে সৃষ্টি করার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। CPSU(B)-তে লেনিন এবং CPC-তে মাও-সে তুঙ এর আবির্ভাব ঐ দলগুলোর যৌথনেতৃত্বেরই ব্যক্তিকৃত রূপ। শিবদাস ঘোষের এই ব্যাখ্যা বা ইলাবরেশন যৌথনেতৃত্ব সম্পর্কিত বক্তব্যের একটি সমৃদ্ধ বা এনরিচ্‌ড ধারণা।

আরেকটি প্রসঙ্গ হাস্যকর কিন্তু বেদনাদায়ক। লেনিনের মৃত্যুর পর যখন লেনিনবাদকে রক্ষা করতে গিয়ে স্ট্যালিন সর্বশক্তি দিয়ে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করছেন সেই সময় বহুবার তিনি 'লেনিন বলতে চেয়েছেন ...', 'লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন ...' এভাবে

বলেছেন। তার অর্থ এই নয় যে স্ট্যালিন লেনিনের অসমর্থতাকে বিনয়ের চাদরে ঢাকতে চেয়েছেন। তেমনি কমরেড শিবদাস ঘোষও যখন 'লেনিন বলতে চেয়েছেন ...' বলে বলছেন তখন তিনি লেনিনকে অসমর্থ মনে করেন নি বা বিনয়ের চাদরে ঢাকতে চাননি। বরং সমস্ত আকুলতা দিয়ে লেনিনবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

আজকের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে উপস্থিত প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ক্ষেত্রেই শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে পথ দেখিয়েছেন। বিশেষ করে আধুনিক সংশোধনবাদ, যাকে পরাস্ত না করে আজকের দিনে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সফল করা সম্ভব নয় – তার সৃষ্টি হওয়ার কারণ, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার ক্ষতিকারক দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে আধুনিক সংশোধনবাদকে পরাস্ত করার আদর্শগত হাতিয়ার কমরেড শিবদাস ঘোষই দিয়েছেন। তাই আমরা, বাসদের সদস্যরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাই আজকের যুগে বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে পথ দেখাতে পারে।

এ-কথার অর্থ যদি কেউ এই মনে করেন যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্য মহান নেতাদের – যেমন এঙ্গেলস, স্ট্যালিন বা মাও-সে তুঙ থেকে বোঝার কিছু নেই, সেটি অত্যন্ত ভুল হবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন বলেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও-সে তুঙ-এর চিন্তা – তখন নিশ্চয়ই তারা এঙ্গেলস বা স্ট্যালিনকে উপেক্ষা করেছেন বলে কেউ যদি মনে করেন, তা অত্যন্ত ভুল হবে। চীন বিপ্লবের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের অবদানের কথা মাও-সে তুঙ বার বার উল্লেখ করেছেন।

তবে একথা ঠিক যে শিবদাস ঘোষের চিন্তা যেটা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-সে তুঙ-এর চিন্তার উপরেই গড়ে উঠেছে – তাকে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেই আমাদের বিপ্লবের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

সর্বশেষ আর একটি জরুরি বিষয়ের উপর দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। কমরেড খালেকুজ্জামানের উল্লেখিত লেখার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, "বিতর্ককে মাঝ পথে থামিয়ে কিংবা দলকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিলে মতবাদিক সংগ্রামের উদ্দেশ্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।" একথা ঠিক যে, যেখানে একই মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বৃত্তের মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্নে মত-বিরোধকে নিয়ে বিতর্ক চলে, সেখানে বিতর্ককে মাঝপথে থামিয়ে দিলে এবং দলকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিলে মতবাদিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু মতবাদিক সংগ্রাম যখন মৌলিক-আদর্শিক বিরোধ নিয়ে হয়, তখন যারা আদর্শভ্রষ্ট হয়েছেন, বিতর্কের পথে যদি তাদের সংশোধন করার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তখনও দলের অভ্যন্তরে দুই সমান্তরাল চিন্তা এবং মতাদর্শকে প্রশ্রয় দেওয়াই মতবাদিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। লেনিন বলেছেন monolithic party-র কথা। তিনি বলেছেন মতাদর্শ এবং নীতিগত প্রশ্নে কোনো প্রকার আপস চলে না।

আমাদের দলের কমরেডরা, কর্মী-সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই জানেন, বর্তমানে যে মতবাদিক বিতর্ক চলছে তা পার্টির আদর্শগত প্রশ্নে। আমাদের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আধারে গড়ে উঠেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কমরেড খালেকুজ্জামান এবং তাঁর সহযোগীরা একে অস্বীকার করছেন। ফলে এ দুটো বিচারধারা একসাথে রেখে লেনিনীয় monolithic party গড়ে উঠতে পারে না। এই দুই বিরোধী মতাদর্শের মধ্যে আপস করে একই দলের মধ্যে থাকার অর্থই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। পার্টির মতাদর্শের বিরুদ্ধে, পার্টির কিছু সদস্য বেশ কিছুদিন ধরেই একটি গ্রুপ গড়ে তুলেছেন। আদর্শগত বিতর্কের মধ্য দিয়ে তাঁদের চিন্তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। এ পরিবর্তন ঘটানোর সকল সম্ভাবনা যখন নিঃশেষিত হয়েছে, কেবল তখনই দলের নীতিনিষ্ঠ নেতাকর্মীরা সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী নেতৃত্বের হাত থেকে দল, দলের বিপ্লবী আদর্শ এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার প্রশ্নে আজকের অবস্থান নিয়েছেন।

কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে মতাদর্শিক বিতর্ক মাঝপথে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। মতবাদিক বির্তক-৪ এর প্রকাশনা এবং আমাদের জবাব এ অভিযোগের বিভ্রান্তিকেই নির্দেশ করে।

শিবদাস ঘোষের অবদান

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

[গত ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল '১৩ অনুষ্ঠিত পার্টির জেলা আহবায়ক-সমন্বয়ক-সদস্য সচিবদের সভায় পঠিত]

কমরেড লেনিন যেমন ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম, ডিক্টেটরশীপ অফ দি প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়ান পার্টি – এগুলো সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যগুলো খানিকটা বীজের আকারে ছিল, ইলাবরেটেড ডিসকাসন ছিল না। কারণ তখন একটা বিপ্লবী দল গঠন করে বিপ্লব করার স্ট্রাগল পিরিয়ড ছিল না। সেটা ছিল সূচনাপর্ব। পার্টি গঠন করতে গিয়ে তিনি, কীভাবে একটা বিপ্লবী দল গঠন করতে হয়, ... আইডিয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন, ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম এটাকে আরও পরিষ্কার একটা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। এবং সেটা সেন্ট্রালিজম এবং প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ফিউশন, এইগুলো তিনি উত্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুরুত্ব কতটা, অথরিটির যে জায়গাটা – এগুলো তিনি আলোচনা করেছিলেন। লেনিন পরবর্তীকালে শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠন প্রশ্নে লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো অনেক ইলাবরেট ও এনরিচ করেছেন। এটা করবার ক্ষেত্রে তাঁর একটা দিক ছিল, সোভিয়েত পার্টি, চাইনিজ পার্টি, ওয়ার্ল্ড কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের পার্টির গঠন, পার্টির স্ট্রাগল, তার থেকে এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করা; আর একটা হচ্ছে, সোভিয়েত পার্টি যখন গড়ে উঠছে, তখনও বুর্জোয়া মানবতাবাদ একজসটেড হয়নি। রাশিয়ার তখনকার পরিস্থিতিতে, যেহেতু রাশিয়ার পুঁজিবাদ অনুন্নত ছিল, সেখানে অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় মানবতাবাদের ভূমিকা ... ছিল। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের পার্টি গঠন করতে হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন পার্টি গঠন করছেন, ইন্টারন্যাশনালিও মানবতাবাদ একজসটেড, ডিগ্রেডেড এবং বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদেরও যে আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, তা চূড়ান্ত ব্যক্তি কেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত, কোনো সোস্যাল অবলিগেশন তার থাকছে না, ইনডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড টু দি সোসাইটি ডেভেলাপ করছে। এই একটা দিক।

ঐ সময়ে শিবদাস ঘোষ যখন পার্টি গঠন করছেন, একটা এই সব দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া; আর একটা হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনালি পুঁজিবাদ আরও সমস্যা জর্জরিত, লেনিনের সময়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদের ক্ষয়িষ্ণু হলেও যতটুকু প্রগতিশীল ভূমিকা আপেক্ষিক অর্থেও ছিল, সেটা নিঃশেষিত এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আকার ধারণ করেছে। বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ভিত্তিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, সমাজে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়েছিল, সেই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ যখন ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে, ইনডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড ডেভেলাপ করাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনালি, ভারতের ক্ষেত্রেও তা, ইন কম্পারিজন টু রাশিয়া ভারতের পুঁজিবাদ তদানীন্তন সময়ে উন্নত ছিল, এই ফিচারটা তিনি এখানে দেখেছিলেন। সূচনাপর্বেই তিনি ব্যক্তিবাদের ডেনজারটা বুঝতে পেরেছিলেন। যেটা লেনিন ফেস করেননি, স্ট্যালিন ফেস করেননি, মাও সে তুঙ-কেও ফেস করতে হয়নি – তিনি ফেস করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে সর্বহারা মূল্যবোধ যে সম্পূর্ণ আলাদা, বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ, এখানে স্ট্যালিনের যে কনসেপ্ট, মার্জার, তাকে তিনি ব্যাখ্যা করছেন – পার্সোনাল ইন্টারেস্টকে সাবঅর্ডিনেট করতে হবে, পার্টি ইন্টারেস্টের কাছে। পার্সোনাল ইন্টারেস্ট একটা আছে, তাকে সাবঅর্ডিনেট করতে হবে। এখান থেকে কালিনিনের পুস্তক, লিউ শাউ চির পুস্তক, এই কনসেপ্টই চলেছে ... টোটাল এই আউটলুকটাকে ভিত্তি করেই পার্টি গঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন তিনি কমিউনিস্ট মরালিটি বলতে কী বোঝায় এ যুগে, পুরনো মরালিটি কনসেপ্টে চলবে না, পুরনো কমিউনিস্ট মরালিটি মূলত হিউম্যানিজমের ভ্যালুজের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা আজকে আর চলতে পারে না, একটা অত্যন্ত নতুন অবদান এটাকে বলতে হবে, তিনি উত্থাপন করেছিলেন।

পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষাকেও তিনি অনেকটা উন্নত করে দিয়ে গেছেন। লেনিন বলেছেন, উইদাউট এ রেভোলিউশনারি থিয়োরি ... কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, লেনিন এই থিয়োরি বলতে বুঝিয়েছেন, লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন যে কথাটা, এটা কমরেড ঘোষের মডেস্ট এক্সপ্রেশন, তা হল, কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ, একটা এপিস্টোমোলজিক্যাল ক্যাটিগরি। লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন বলে আসলে তিনি লেনিনের চিন্তাকে উন্নত করলেন। আবার কেউ বলতে পারেন, লেনিনকে যান্ত্রিকভাবে বুঝলে, যেরকম অনেকে বুঝেছে, পার্টি থিসিস, ন্যাশনাল- ইন্টারন্যাশনাল থিসিস, এটাই রেভোলিউশনারি থিয়োরি, অন্যান্য অনেক দেশে এ রকমই বুঝেছে। লেনিনও মার্কসের চিন্তার ক্ষেত্রে বহু জায়গায় এভাবে উন্নত করেছেন। এটাই তো ক্রিয়েটিভ অ্যাপ্লিকেশন অফ মার্কসিজম। স্ট্যালিনও বহু লেখায় লেনিনের শিক্ষা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, লেনিন এ কথার দ্বারা এটা বোঝাতে চেয়েছেন। লেনিনকে যখন অপব্যাখ্যা করা হচ্ছিল, তখন লেনিনের চিন্তাকে এভাব বুঝিয়েছেন স্ট্যালিন। (যেমন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন নিয়ে মার্টভের সঙ্গে বিতর্কে)।

লেনিন হোয়াট ইজ টু বি ডান এ বলেছেন, ইউনিটি অব আইডিয়াজ চাই। তা না হলে পার্টি হতে পারে না। খুব সুন্দর কথা। রেজোলিউশন গ্রহণ করে পার্টি হবে না। কয়েকজন বসে

সিদ্ধান্ত নিয়ে চাপিয়ে দিলে হবে না। ইউনিটি অব আইডিয়াজ চাই। এখানে ইউনিটি অব আইডিয়া বলতে আইডিয়া, যেটা কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অব লাইফ গড়ে উঠেছে। এভাবেই লেনিনের শিক্ষাকে ইলাবরেট করে, এনরিচ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ উপস্থিত করলেন। কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অব লাইফ বিপ্লবী মতাদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা জড়িয়ে আছে। না হলে একটা পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে হয়ত ইউনিটি অব আইডিয়া হচ্ছে, কিন্তু জীবনের অন্যান্য প্রশ্নে যার যার আইডিয়া থেকে যাচ্ছে। ফলে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে আর্দশগত কেন্দ্রিকতাকে এভাবেই আজকের দিনে বুঝতে হবে। ঐ সময় মানবতাবাদী মূল্যবোধের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতা ছিল বলে লেনিনকে এভাবে বুঝতে হয়নি, ব্যাখ্যা করতে হয়নি। কিন্তু শিবদাস ঘোষকে করতে হয়েছে।

সর্বহারা গণতন্ত্র কীভাবে আসবে? লেনিন বলেছেন, কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের মিশ্রণ। কিন্তু কীভাবে সেটা হবে তা লেনিন বলেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ার মধ্য দিয়েই সর্বহারা গণতন্ত্র আসছে। সর্বহারা গণতন্ত্র আর সর্বহারা সংস্কৃতি প্রায় একই জিনিস, সিনোনিমাস। আদর্শগত কেন্দ্রিকতা হচ্ছে, দল গঠনের সঙ্গে যুক্ত যে নেতা-কর্মীরা, তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিন্তা, বুর্জোয়া চিন্তা, ভাববাদী চিন্তা ইত্যাদি নানারকম চিন্তাভাবনা যা রয়েছে তাকে মার্কসবাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করবার পথেই ইউনিটি অব আইডিয়া গড়ে ওঠে। ওয়ান প্রসেস অব থিংকিং এর মধ্য দিয়ে ইউনিফরমিটি অব থিংকিং এ পৌঁছানো, যা না হলে ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ আসতে পারে না। এ সবই শিবদাস ঘোষের বক্তব্য তো! ওয়ান প্রসেস অব থিংকিং আয়ত্ত্ব করতে না পারলে ইউনিফরমিটি অব থিংকিং আসে না। এবং এটা উইথ এ সিঙ্গেলনেস অব পারপাস। এই হচ্ছে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম। এইগুলো তো শিবদাস ঘোষের বক্তব্য। আবার এইগুলো গড়ে তুলতে হলে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাকটিভিটি চাই। এ দিয়েই ব্যক্তিবাদকে ফাইট করা।

এইভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে লেনিনের তত্ত্বকে আরো উন্নত করলেন, সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেলেন। লেনিনের তত্ত্বের মধ্যে ইনঅ্যাডিকোয়েসি ছিল বলেই তো করতে হল। অর্থাৎ বর্তমান যুগে লেনিনের ঐ তত্ত্ব দিয়ে আর চলবে না – এটা আমার কথা, শিবদাস ঘোষ এটা বলেননি। সেজন্যই পার্টির গঠনপদ্ধতির ক্ষেত্রে শিবদাস ঘোষের এই উন্নত চিন্তার প্রয়োজন। যে কোনো মার্কসীয় তত্ত্বগত বিকাশ বা উন্নতি একটা প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই ঘটে। মার্কস থেকে শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই একটা সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসীয় বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই তত্ত্বের কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন তো! আজ পৃথিবীতে কোনো দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের এ চিন্তা ছাড়া এগোনো যাবে না। আর একটা পয়েন্ট। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আসার পর লেনিন বলেছেন পুরনো অভ্যাস, সংস্কৃতি থেকে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকে যাচ্ছে। রাশিয়াকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদীদের বৃত্ত আছে। দেশের মধ্যে পরাজিত বুর্জোয়ারা রয়ে গেছে। কিন্তু বেস-এ বা অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ প্রায় অবলুপ্ত হলেও পুঁজিবাদী আক্রমণটা এল সুপারস্ট্রাকচার থেকে, সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদ থেকে গিয়েছিল। ফলে শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্লাস স্ট্রাগল, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্লাস স্ট্রাগল, এ দিয়ে শুধু হবে না। সুপারস্ট্রাকচারে অর্থাৎ সংস্কৃতিতেও যে আলাদা একটা সংগ্রাম থাকা দরকার আছে, এই বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো এতটা গুরুত্ব দিয়ে ইতোপূর্বে কেউ আলোচনা করেননি। ফলে বেস-এ পুঁজিবাদ প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদ থেকে যাওয়ার জন্যই আক্রমণটা এল রাশিয়ায়। চীনেও তাই। এইটা শিববাবু দেখিয়েছিলেন। এ হল একটা দিক।

কিন্তু সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদ আছে, কিন্তু সে জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তার শিকার হল কেন? একা ক্রুশ্চেভের জন্যই সেটা হয়ে গেল? শুধু ক্রুশ্চেভের জন্যই কি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতন হয়ে গেল? আসলে সোভিয়েত পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যে মান থাকা উচিত ছিল, তা ছিল না। স্ট্যালিনকে মানাটা অন্ধভাবে মানা ছিল। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। স্ট্যালিন যতক্ষণ ঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন ততক্ষণ অন্ধভাবে মানলেও তা ক্ষতি করেনি। এই অন্ধতার অর্থ হল, নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে যাওয়ার জন্য চেতনার যে মানটা থাকার দরকার ছিল, তা ছিল না। তার ফলে স্ট্যালিন পরবর্তী নেতৃত্ব যে অধঃপতিত হচ্ছে, এটা র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল ধরতে পারল না। স্ট্যালিনকে যেমন অন্ধভাবে মেনেছে, আবার স্ট্যালিনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাটাও অন্ধভাবে মানল। একই অন্ধতা থেকে দুটো বিপদ এল। না হলে তো দলের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড লড়াই হত। এই যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রাধান্য ছিল বলেই এটা ঘটল। স্ট্যালিন বলেছেন চেতনার মান বাড়ছে না। চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু পারেননি। এর সাথে শিবদাস ঘোষ আর একটা কথাও বলেছেন। নতুন যে সব সমস্যা আসছে শ্রেণীসংগ্রামের সামনে, বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে, তার যে উত্তর দেয়া দরকার, আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব যে আবিষ্কারগুলোর ফলে দার্শনিক পরিমণ্ডলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং মার্কসবাদ বুর্জোয়া আক্রমণের মুখে পড়েছিল, তা যে মোকাবেলা করা দরকার, সেটা হয়নি। একটা হচ্ছে, মার্কসবাদের যতটুকু বিকাশ হয়েছে তাকে ভিত্তি করে চেতনার মান বাড়ানো। যেমন আগে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের যে ভূমিকা ছিল, আজকে তা নেই। সে এখন চূড়ান্ত বিপ্লব বিরোধী,

প্রগতি বিরোধী। এটা তো দেখাতে হবে। এরকম আরও যে সব সমস্যা আসছে তার উত্তর করতে হবে। এগুলো না হলে মার্কসবাদের যে পুরোনো ডেভেলাপমেন্ট শুধু তার ভিত্তিতে চেতনা আসবে না, তা উন্নত হবে না। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে এবং সোভিয়েতের মধ্যেও যে সব আদর্শগত প্রশ্নগুলো আসছিল তার জবাব দেওয়া হয়নি। সেই জবাব দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। একে নতুন অবদান বলবেন কি বলবেন না, সেটা অন্য বিষয়। ফলে মার্কসবাদ, মাও সেতুং পর্যন্ত যার বিকাশ, শুধু সেটা দিয়ে চলবে না। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার জবাব দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। অর্থাৎ লেনিনের পর কমরেড শিবদাস ঘোষ। এ কথাটা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে।

স্ট্যালিন অনুভব করেছিলেন, বলেওছিলেন, সমস্ত সমস্যার কথা বলেছিলেন তা নয়। বলেছিলেন, দর্শনগত ক্ষেত্রে আমাদের বিকাশ ঘটেনি, আদর্শগত ক্ষেত্রে ঘটেনি। আর শেষ জীবনে তিনি বুঝেছিলেন, এটাই তার বড়ত্বের পরিচয় যে, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা গেলেও মানসিকতায় তাকে ভিত্তি করে প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টালিটি ও এথিক্স থেকে গেছে। এ কথার মানে ব্যক্তিবাদের সমস্ত সমস্যা বুঝে যাওয়া নয়, যেটা শিবদাস ঘোষ বুঝে দেখিয়েছেন। কিন্তু স্ট্যালিন যে কথাটা ধরেছিলেন মাও সে তুং সে কথা বলতে পারেননি। মাও বুর্জোয়া কালচার বলেছেন, কিন্তু তা দিয়ে তো বোঝা যাবে না। তা দিয়ে বোঝা যাবে না আক্রমণটা কি ধরনের। মাও সেতুং শেষ জীবনে বলেছিলেন, সুপারস্ট্রাকচার থেকে, সংস্কৃতি থেকে পুঁজিবাদের আক্রমণ আসছে। এটা তাঁর গ্রেটনেস। একে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু মোকাবিলা করার অস্ত্রের সন্ধান তিনি দিতে পারেননি। যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আলোচনা করেছেন। এই দুই মহান নেতার মহত্ত্ব যে তাঁরা শেষ জীবনে হলেও সমস্যাটা ধরতে পেরেছিলেন, যেটা শিবদাস ঘোষ অনেক আগে 'অন স্টেপস টেকন এগেনস্ট স্ট্যালিন'-এ দেখিয়েছিলেন। আরেকটা কথা বলতে চাই। সোভিয়েত পার্টির প্রতি অন্ধতার ফলে গোটা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের কী অবস্থা দাঁড়াল। ১৯৪৮ সালে অনেকটা ভবিষ্যৎ বাণীর মতো যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন। যখন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অভাবিত অগ্রগতি ঘটছিল, এবং স্ট্যালিনকে লিডার মেনে, অথরিটি মেনে ঐক্যও ছিল বিরাট, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ এর গাছতলায় দুবেলা খাওয়ার সংস্থানও নেই, তখন তিনি বলেছিলেন, সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তা-পদ্ধতি বহুলাংশেই যান্ত্রিকতার দ্বারা প্রভাবিত। যেই সোভিয়েত পার্টি বলল, স্ট্যালিন ভুল, তৎক্ষণাৎ ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্সের সব বিরাট বিরাট কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সব ভুল বলতে শুরু করে দিল। সোভিয়েট পার্টি সংশোধনবাদী হয়ে গেল, অথচ এই পার্টিগুলোর সংগ্রাম কম ছিল না। এরা শ্রমিক শ্রেণীর কত আন্দোলন, ফ্যাসিবাদবিরোধী কত সংগ্রাম করেছে, এতদসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক না থাকা এদের কোথায় ঠেলে দিল। মস্কো-পিকিং যেই দু'ভাগ হল, এই সব পার্টিগুলো আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে গেল। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝায় 'কেন এস ইউ সি আই' বইতে কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করেছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমাদের পার্টি কেন এই সমস্যায় পড়ল না? শিবদাস ঘোষের চিন্তায় আমরা স্ট্যালিন বা মাও সে তুং-কে মেনেছি।

আর একটা হুঁশিয়ারী ১৯৪৮ সালে তিনি দিয়েছিলেন। টিটোর ঘটনা কেন জন্ম নিল তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শুধু টিটোকে বহিষ্কার করার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না, সংকট আরো বাড়বে। ঘটলও তাই। গোটা পূর্ব ইউরোপ বিদ্রোহ করল, বলকান জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে। বলকান জাতীয়তার বিপদের এই কথাটা শিবদাস ঘোষই তুলেছিলেন। ফলে মানবতাবাদী মূল্যবোধ দিয়ে যে চলবে না, সর্বহারা মূল্যবোধ চাই, ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত না হয়ে আজকের দিনে উন্নত কমিউনিস্ট হওয়া যাবে না এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের ইলাবরেশন নয়, নতুন অবদান। ফ্যাসিবাদ এবং অস্তিত্ববাদ যে একই বুর্জোয়া মানবতাবাদের দুটো রূপ, ফ্যাসিবাদ কী, অস্তিত্ববাদ কী, এটা একমাত্র তিনিই দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে ব্যক্তির অ্যাবসোলিউট স্বাধীনতা ধারণা এল কোথা থেকে সেটাও তিনিই নির্দেশ করেছেন। এরা ভাববাদ বিরোধী বস্তুবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু ভাব যে বস্তু থেকেই এসেছে এ কথা মানতে রাজি নন।

বিগ ব্যাং থিয়োরির ভ্রান্তি তিনিই দেখিয়েছেন। এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স বলতে বুঝতে হবে, ইউনিভার্সের মধ্যে আগে ছিল না, তা আসছে, অর্থাৎ বিকাশ ঘটছে। ছোট থেকে বড় হচ্ছে তা নয়, নতুন নতুন জিনিস আসছে। অনিশ্চয়তার তত্ত্ব, ল অব ডিটারমিনিজম, ল অব প্রবাবিলিটি, এ সবকে ভিত্তি করে যে সায়েন্টিফিক মিস্টিসিজমের চর্চা চলেছিল, যা মার্কসবাদকে ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে তার প্রতিটির জবাব তিনি দিয়েছেন। লেনিন যেমন তাঁর সময়ে মাখকে, অ্যাভেরিনাসের চিন্তাকে ফাইট করে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পরবর্তীকালে সেটা কে করেছে? কমরেড শিবদাস ঘোষই তো!

'পারসোনিফিকেশন অব দি কালেকটিভ লিডারশীপ' – এই কনসেপ্ট আনবার হিস্টোরিক নেসেসিটি দেখা দিয়েছিল যখন ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনকে আক্রমণ করতে গিয়ে এই ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যে, কোন লিডারশীপকে মানা মানেই কাল্ট অফ পারসোনালিটি হয়ে যায়। পার্টির সিসি'র সকলেই পার্টির লিডার। জেনারেল সেক্রেটারির কাজ যেন সকলের কাজ কোঅর্ডিনেট করা। এই সংশোধনবাদী ধারণা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে এসে যায়। আবার

একে ফাইট করতে গিয়ে উল্টো এমন ধারণা এসেছিল যে, সব আন্দোলনেরই নেতা থাকে, যুদ্ধে সেনাপতি থাকে, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা চাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, ধর্মীয় আন্দোলনের নেতা, বুর্জোয়া আন্দোলনের নেতা এবং সর্বহারাশ্রেণীর নেতার মধ্যে পার্থক্য আছে, এরা এক ধরনের নয়। মার্কস থেকে মাও সব নেতা-ই যৌথ সংগ্রামের ফল। অর্থাৎ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে যৌথ সংগ্রামের পরিক্রমায়, সংগ্রামে নিযুক্ত সকল নেতা-কর্মীর চিন্তার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান যে নেতার মধ্যে দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্ত হয়, তিনিই যৌথ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে সামনে আসেন। মার্কস থেকে মাও সকল নেতাই এভাবেই এসেছেন। যদিও তাঁদের অভ্যুত্থান যে এই পদ্ধতিতেই এ কথা কমরেড ঘোষের আগে কেউ বলেনি, তার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

মতবাদিক বিতর্ক-৪

‘শিবদাস ঘোষের অবদান’ - একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

খালেকুজ্জামান

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বিতর্কে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দুইজন সদস্য কতিপয় কর্মী সমর্থক নিয়ে দল ছেড়ে গেছেন। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় তাঁরা কতটা দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা রাজনৈতিক মহল সাধারণ ভাবে এবং বাম মহল বিশেষভাবে বিচার করবেন।

মতাদর্শিক বিতর্ক দলের ভিতরে-বাইরে আদর্শিক মানোন্নয়ন ঘটায়। নেতা-কর্মীদের সমৃদ্ধ করে। দলের যৌথ জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করে। কিন্তু তাকে মাঝপথে থামিয়ে কিংবা দলকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিলে মতবাদিক সংগ্রামের উদ্দেশ্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আমরা দলের বিকাশের স্বার্থে সে সংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে চাই। সে লক্ষ্যে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের আলোচনাকে কিছুটা পরিমার্জিত করে সর্ব মহলের অংশগ্রহণ, মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শের জন্য উপস্থিত করছি যাতে আমরা আরও সমৃদ্ধ হতে পারি। দ্রুত পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ভুল ত্রুটি এড়াতে পারিনি যা ভবিষ্যতে আরও পূর্ণতায় উপস্থিত করার চেষ্টা করা হবে।

বিনীত
বজলুর রশীদ ফিরোজ
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
বাসদ।
তারিখ: ২৭ এপ্রিল ২০১৩ ইং

‘শিবদাস ঘোষের অবদান’ একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১৩ ইং পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী ঢাকায় ৮/৪-এ সেগুন বাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা আহ্বায়ক/সমন্বয়ক/সদস্য সচিবদের সভার শেষ দিনে দলের অভ্যন্তরে মতবাদিক বিতর্কের উপর কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দু’টি লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। একটি তিনি নিজে পাঠ করেন। অন্যটি একজন কমরেডকে দিয়ে পাঠ করান। তিনি জাসদ গঠন অর্থাৎ স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশে আগমন করে জাসদ-বাসদ গঠনপর্বে ও পরবর্তী সময়ে স্বীয় ভূমিকার একটা বর্ণনা দেন। এ বিষয়ে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার স্বার্থে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করে আমরা প্রকাশের চেষ্টা করব যাতে বর্তমান প্রজন্ম একটা প্রকৃত ধারণা লাভ করতে পারে।

লিখিত বক্তব্যে ‘শিবদাস ঘোষের অবদান’ শিরোনামে তিনি বলেছেন, ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম (গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা), ডিক্টেটরশীপ অফ দি প্রলেতারিয়েত (সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব), প্রলেতারিয়ান পার্টি (সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি) ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণাগুলো মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ‘বিপ্লব করার স্ট্রাগল পিরিয়ড’এ আনেননি বিধায় তা ‘আইডিয়া’র বীজ রূপে ছিল। আইডিয়ার উপর জোর পড়েছিল। কেন্দ্রীকতা এবং সর্বহারা গণতন্ত্রের ফিউশন (মিশ্রণ) এগুলো তিনি উত্থাপন করেছিলেন। কেন্দ্রীকতা ও অথরিটি কার কতটা জায়গা এগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। লেনিন পরবর্তীকালে শিবদাস ঘোষ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও অনেক ইলাবরেট এবং এনরিচ অর্থাৎ সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধকরণ করেছেন।

আমরা জানি, মার্কস-লেনিনের চিন্তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন সংগ্রামহীন কোন আইডিয়া মাত্র ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে লড়াইয়ের ময়দানেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন সমাজের বিজ্ঞানসম্মত বিকাশের নিয়ম ও তার গতিপথ। যদিও অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাবলে তারা সেগুলোকে সূত্রায়িত করেছিলেন। কার্ল মার্কসের অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস বলেছেন, “... যেখানেই মার্কস গবেষণা চালিয়েছেন এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই (আর বলা বাহুল্য, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রও ছিল বহুবিচিত্র আর কোনো ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের কাজ উপর-উপর সারেননি তিনি), এমনকি গণিতশাস্ত্রেও, স্বনির্ভর স্বাধীন সব আবিষ্কার ঘটানোয় সক্ষম হয়েছেন। ... কিন্তু এটাও মানুষটির, এমনকি অর্ধেকেরও পরিচয় নয়। ... কারণ, সবকিছুর উপরে মার্কস ছিলেন বিপ্লবী। জীবনে তাঁর সত্যিকার লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও সেই সমাজ যে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে যেকোনো প্রকারে তাদের উচ্ছেদে অবদান যোগানো; আধুনিক যে-প্রলেতারিয়েতকে তিনিই প্রথম তার নিজস্ব অবস্থান ও তার প্রয়োজনাদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন, সচেতন করেছিলেন তার মুক্তির পক্ষে আবশ্যিক শর্তাবলী সম্পর্কে, তারই শৃঙ্খলমোচনে অবদান ছিল তার মূল লক্ষ্য। সংগ্রাম ছিল তাঁর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। আর এমন প্রচণ্ড আবেগ, নাছোড়বান্দা ভাব আর সাফল্যের সঙ্গে তিনি লড়তেন যার তুলনা ছিল বিরল। ... সবচেয়ে বড় ব্যাপার, মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (প্রথম আন্তর্জাতিক ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ’ এর প্রতিষ্ঠা করেন মার্কস ১৮৬৪ সালে। এই আন্তর্জাতিক কায়েম থাকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। এইটিই ছিল প্রলেতারীয় পার্টির প্রথম অঙ্কুর) গঠন, একই সঙ্গে এ সবই নিষ্পন্ন করেছেন তিনি। বস্তুত, এই শেষোক্ত কাজটি এমনই একটি গৌরবময় কীর্তি যে এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা যদি আর কিছুই না করতেন তবে শুধুমাত্র এই কাজটির জন্যই তার গর্ব করা সাজতো। ফলত, মার্কস ছিলেন তাঁর কালের সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষের পাত্র, সবচেয়ে জঘন্য কুৎসা রটনার উপলক্ষ্য। একচ্ছত্র রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী উভয় ধরণের গভর্নমেন্টই তাঁকে তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করেছে।” লেনিন কার্ল মার্কসের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে বলেছেন, “... মার্কস অধ্যাপক জীবন ছাড়তে বাধ্য হন। ... প্রুশিয়ান সরকারের দাবিতে ১৮৪৫ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ... ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হলে মার্কস বেলজিয়ম থেকে নির্বাসিত হন। ... মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করে (১৮৪৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন) এবং পরে নির্বাসিত করে জার্মানি থেকে (১৮৪৯ সালের ১৬ মে)। প্রথমে প্যারিসে গেলেন মার্কস, ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিলের পর সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লন্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।” এঙ্গেলস এর জীবন সংগ্রামকে উপস্থাপন করতে গিয়ে লেনিন দেখিয়েছেন, “... তিনি এখানে (ব্রিটিশ শিল্পের কেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারে, ১৯৪২ সালে) এসে একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন, তাঁর বাবা ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার। এঙ্গেলস এখানে কেবল কারখানার আফিসে বসে থাকেননি, শ্রমিকেরা যেখানে গাদাগাদি করে থাকতেন সেই সব নোংরা বস্তির মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তিনি, নিজের চোখে দেখতেন তাদের নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য। শুধু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে তৃপ্ত না হয়ে তিনি ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে তখন পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছিল সব পাঠ করেন, সাধ্যায়ত্ত্ব সমস্ত সরকারী দলিল তিনি খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ফল হল ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই ‘ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা’। ... প্রুশিয়ার রাইন প্রদেশের সমস্ত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার

প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন দুই বন্ধু। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কবল থেকে জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষা করে যান শেষ মাত্রা পর্যন্ত। সবাই জানেন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয়লাভ করে। Neue Rheinische Zeitung নিষিদ্ধ হয়; দেশান্তরী হয়ে জীবনযাপনের সময়ই মার্কস প্রুশিয়ান নাগরিকত্ব হারিয়েছিলেন, এবার তাঁকে নির্বাসিত করা হয়; আর এঙ্গেলস সশস্ত্র গণবিদ্রোহে অংশ নেন, তিনটি সংঘর্ষে লড়াই করেন মুক্তির জন্যে এবং বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর সুইজারল্যান্ড হয়ে লন্ডনে পালান।" এইভাবে এক কঠিন কঠোর সংগ্রামী জীবন সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁরা তত্ত্বের জন্ম ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আরো বলেন যে, বুর্জোয়া মানবতাবাদের অবক্ষয়ের কালে ব্যক্তিবাদের বিপদটা লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে তুং কে ফেস (face) করতে হয়নি। কারণ বুর্জোয়া মানবতাবাদের আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা থাকতে তারা বিপ্লব করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্র গড়েছিলেন। শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষে পার্টি গড়তে এসে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়া বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে উদ্ভুত ব্যক্তিবাদকে ফেস করলেন। সেজন্য ব্যক্তিস্বার্থকে দলের স্বার্থের অধীন না ভেবে ব্যক্তিস্বার্থকে দলের স্বার্থের সাথে বিলীন করার তত্ত্ব এনে মার্কসবাদের ভান্ডারে একটি নতুন অবদান রাখলেন। এ কথার সাপোর্টে তিনি স্ট্যালিনের 'মার্জার' (merger) কনসেপ্ট ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে স্ট্যালিন ব্যক্তিস্বার্থকে দলীয় স্বার্থের অধীনস্থ (subordinate) বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ১৯০৫ সালের ১ জানুয়ারি 'সর্বহারা শ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি' শিরোনামে এক প্রবন্ধে মার্তভের বক্তব্যের জবাবে স্ট্যালিনের বক্তব্যে আমরা দেখি, তিনি বলেছেন, "যেহেতু পার্টি হল নেতাদের সংগঠন, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে একমাত্র তাদেরই এই পার্টির ও সংগঠনের সভ্য বলে গণ্য করা চলে যারা এই সংগঠনে কাজ করেন এবং স্বভাবতঃই পার্টির ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়াকে এবং পার্টির সঙ্গে একাত্মভাবে কাজ করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন।" ফলে ব্যক্তি স্বার্থের সাথে পার্টি স্বার্থকে বিলীন করার তত্ত্বটি শিবদাস ঘোষ কর্তৃক প্রথম উত্থাপিত বিষয় কিংবা মার্কসবাদী ভাণ্ডারে নতুন অবদান বলাটা কোনক্রমেই সঙ্গত হয় না।

এখানে দলের সাথে ব্যক্তিকে 'বিলীন' করে দেয়ার বিষয়টি একটু পর্যালোচনার দাবি রাখে। একজন বিপ্লবীকে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে ব্যক্তি স্বার্থকে অবশ্যই দলীয় তথা সামাজিক স্বার্থের কাছে বিলিন তথা একাত্ম করে দিতে হবে। এ সংগ্রাম প্রতিনিয়ত-প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম, অর্থাৎ নিরন্তর সংগ্রাম। এই নিরন্তর সংগ্রাম ব্যতিরেকে কেউ বলতে পারে না যে ব্যক্তি স্বার্থকে দলীয় তথা সামাজিক স্বার্থের মাঝে সে বিলীন করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই ব্যক্তি স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের মাঝে বিলীন হতে থাকবে। এক পর্যায়ে সাম্যবাদী সমাজের উন্নত স্তরে যখন ব্যক্তি সম্পত্তি এবং সম্পত্তিজাত লোভ-বৈষম্যের চির অবসান ঘটবে, সম্পদের প্রাচুর্য তৈরি হবে, উন্নত সংস্কৃতির আধারে প্রকৃতিকে জয় করার সংগ্রামে গোটা মানব জাতি নিয়োজিত হবে অর্থাৎ শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রামের অবসান হয়ে অগ্রসর এবং পশ্চাদপদ অবস্থানের দ্বন্দ্ব ও প্রকৃতির সাথে মানবজাতির দ্বন্দ্বের রূপ নেবে তখনই এটা প্রকৃত অর্থে স্থায়ী ও পূর্ণমাত্রায় অর্জন সম্ভব হবে। এর অর্থ এই নয় যে, দলের সাথে অভিন্ন সত্ত্বায় একাত্ম হওয়ার তীব্র সংগ্রাম পরিহার করে সাম্যবাদের দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ অর্থাৎ ব্যক্তি সম্পত্তি বা ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে ভাবগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ব্যক্তি অধিকারবোধ বা ব্যক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠে। সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হওয়ার আগে ব্যক্তি সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত মালিকানা গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও ব্যক্তির মধ্যে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করার আদিম বন্য মানসিকতা (servival of the fittest) কাজ করতো। সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হওয়ার পর থেকে দাস, সামন্ত, পুঁজিবাদী সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন জাতের 'ব্যক্তি অধিকারবোধ' বা 'ব্যক্তিসত্ত্বাবোধ' প্যাটার্ন হতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজের উত্থানপর্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যক্তি স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের অধীনস্থ করে ভাব মানসিকতাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলায় নিয়ে আসার জন্য তা কিছুটা কাজও করেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের একচেটিয়া রূপ ধারণ কালে মার্কস টি.জে.ড্যানিং এর উদ্ধৃতি টেনে বললেন, "মুনাফার সম্ভাবনা দেখলেই পুঁজি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০% নিশ্চিত মুনাফা হবে জানলে যেখানেই বলবে পুঁজি সেখানেই খাটতে যাবে, ২০ শতাংশ লাভের নিশ্চিত আশ্বাসে তার চোখ চকচক করবে, ৫০ শতাংশ লাভের লোভে তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াবে, ১০০ ভাগ লাভ হবে জানলে সে ন্যূনতম মানবতাটুকুর গলায় পা দিয়ে দাঁড়াবে, ৩০০ ভাগ লাভ হবে এই নিশ্চয়তা পেলে হেন কোন অপকর্ম নেই যা সে করবে না, এমন ঝুঁকি নেই যা সে নেবে না, এমনকি পুঁজির মালিকের ফাঁসি হতে পারে জেনেও পুঁজি ছুটবে লাভের অদম্য লালসায়"। [Marx : Capital chapter xxx1 p.712 progress publishers 1974 reprint.] অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি পুঁজিবাদের অবক্ষয় এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা কিভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবমানস জগত দখল করেছে তা দেখালেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেও তার ধারণা পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় শাসিতদের অর্থাৎ শোষিত শ্রেণী সমূহের উপরও তার প্রভাব খেয়াল করেই তিনি বলেছিলেন, জগতকে পাল্টাতে হলে আগে শ্রমিকশ্রেণীর

নিজেকে পাল্টাতে হবে (To change the world workers will have to change themselves first)। পরবর্তীকালে লেনিন পুঁজিবাদ বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ দেখাতে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়াশীলতা নগ্নরূপ নানা দিক থেকে দেখালেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব একসময় যেভাবে সম্পন্ন হতো তাও আর সম্ভব নয় বললেন এবং শ্রমিক শ্রেণীকে এ নেতৃত্বের ভার নিতে হবে তার যৌক্তিকতা দেখালেন। আর শ্রমিক শ্রেণীকে এ রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজটা যে রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে আগে সম্পন্ন করতে হয় তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেন এইভাবে Cultural revolution preceeds technical revolution. পুঁজিবাদী সমাজ ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত রাখার সমাজ হওয়ায় তার থেকে ব্যক্তি অধিকার বোধ বা ব্যক্তিবাদ প্রতি মূহুর্তেই মানুষের মননজগতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্যায়কে মার্কস নিম্নতর ও উচ্চতর দুই স্তরে ভাগ করেছেন। নিম্নতর স্তরে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদের সূচনা হলেও তা নিঃশেষিত হয় না। এমনকি উচ্চতর স্তরেও সাম্যবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে তার রেশ অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ব্যক্তিমালিকানা নিঃশেষ হওয়ার প্রক্রিয়ায় নানা রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকানাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি অধিকার বোধ বা ব্যক্তিবাদ নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর প্রকোপ পুঁজিবাদী সমাজের চেয়েও সুক্ষ্ম এবং তীব্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, "ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি কোথায় নিহিত?" এটা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "অভ্যাসের দাসত্বের মধ্যে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের শক্তির মধ্যে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন এখনও দুনিয়াতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, আর ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন অব্যাহতভাবে, প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায়, স্বতস্ফূর্তভাবে, আর ব্যাপক মাত্রায় পুঁজিবাদের ও বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিয়ে থাকে।" [বামপন্থী সাম্যবাদ : শিশুসুলভ বিশৃংঙ্খলা - লেনিন]। স্ট্যালিন বলেছেন, "আমাদের সোভিয়েত দেশে এমন কোন অবস্থা কি আছে যা পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর করে তুলবে? হাঁ এমন অবস্থা বিদ্যমান। কমরেডগণ, এ কথা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এটি একটি প্রকৃত ঘটনা। আমরা পুঁজিবাদকে উৎখাত করেছি, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা দ্রুত পদক্ষেপে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের উন্নয়ন ঘটাচ্ছি এবং কৃষি অর্থনীতিকে তার সাথে সংযুক্ত করেছি। কিন্তু আমরা এখনো পুঁজিবাদের শিকড়গুলিকে উৎপাটিত করিনি। এই শিকড়গুলি কোথায় নিহিত রয়েছে? তারা নিহিত রয়েছে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের শহরগুলিতে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র উৎপাদনের অভ্যন্তরে।" [স্ট্যালিন রচনাবলী, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১৫] তাহলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের কালে কতটা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল তা মার্কস-লেনিনের বক্তব্যে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ যে নিঃশেষিত হয়ে যায় না তাও আমরা স্ট্যালিনের বক্তব্যে পাই। সেজন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাঠামো এবং উপরিকাঠামো উভয় ক্ষেত্রেই তার উপাদান বিদ্যমান থাকে। শিবদাস ঘোষ সমাজতান্ত্রিক সমাজে অবশিষ্ট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদকেই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলছেন, তাকে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজের বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ' বললেই যথার্থ বোধ আসে বলে আমরা মনে করি।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেছেন, পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষাকে শিবদাস ঘোষ উন্নত করেছেন এই ভাবে যে, লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন রেভোলিউশনারি থিয়োরি–আর শিবদাস ঘোষ বিনয়ের সাথে কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ-একটা এপিস্টোমোলজিক্যাল ক্যাটাগরি বললেন। কিন্তু আমরা দেখি, লেনিন বললেন, "আমরা আমাদের কর্মীদের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে শিক্ষিত করে তুলব যাতে তারা সর্বাঙ্গীন সংগ্রামের প্রতিটি অভিব্যক্তিকে প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।" *[কি করিতে হইবে - লেনিন]*। তাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রামকে কি বোঝায় না? শিবদাস ঘোষ যে ভাষা-ভঙ্গিতে বলেছেন, তাতে বুঝতে অনেক সহজ হয় ঠিকই কিন্তু তাতে মৌলিকভাবে পৃথক কোন নতুন ভাব প্রকাশ করে না। লেনিন *'হোয়াট ইজ টু বি ডান'* বইতে উল্লেখ করেছেন, ইউনিটি অব আইডিয়াজ ছাড়া দল চলতে পারে না। শিবদাস ঘোষ আইডিয়াগুলির ঐক্যকে জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী চিন্তার ঐক্যের কথা বলে লেলিনের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে লেনিনকে এভাবে বুঝতে হয়নি, বলতে হয়নি, ব্যাখ্যাও করতে হয়নি কারণ ঐ সময় মানবতাবাদী মূল্যবোধের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতা ছিল। লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিপ্লবী কর্তব্যকর্মের দিকদিশা দেখিয়েছেন তাতে কি একথা বলা চলে যে, লেনিন বুর্জোয়া মানবতাবাদের চরম অবক্ষয়ী চেহারা দেখতে পাননি? চিন্তার ঐক্যও যখন আমরা বলি তখন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন্ শ্রেণীচিন্তার ঐক্য আমরা বুঝবো? লেনিন যেমন বলেছেন যে, সর্বহারা শ্রেণীচিন্তা শোষিত শ্রেণীসমূহের কাছে বাইরে থেকে আসে। একথার তাৎপর্য হলো, সর্বহারা শ্রেণীর সাথে একাত্ম হয়ে ভাবচেতনাগত অগ্রসর অবস্থানে দাঁড়িয়ে মার্কস-এঙ্গেলস ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক উভয়বিধ সংগ্রামের মাধ্যমে যে ভাবাদর্শগত কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন – তাকে সংগ্রামের ভিতর ঐ শ্রেণীর কাছে নিয়ে যাওয়া ও আয়ত্ত্ব করা। আর এ সংগ্রাম কেউ একা একা করতে পারে না। বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বার্থ তথা আমার স্বার্থ আমার দাবির বদলে শ্রমিক শ্রেণীর যৌথ স্বার্থ তথা আমাদের দাবি তুলে যৌথভাবে তাদেরকে সংগ্রামে নামতে হয়। সেই সংগ্রাম থেকে আহরিত অভিজ্ঞতাসমূহের দ্বারা, সমৃদ্ধ সর্বহারা শ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীচিন্তা কার্যকারিতা লাভ করে। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ ধারণা বা যৌথ চিন্তা

গড়ে ওঠে। ফলে সংগ্রাম থেকে আহরিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংযোজিত হয়েই উদ্দেশ্যের অভিন্নতা যেমন তৈরি করে তেমনি একই চিন্তা পদ্ধতি প্রয়োগিক সংগ্রামে সমচিন্তা (Uniformity) ও তৈরি করে। চিন্তা থেকে চিন্তার সংযোগে-বিয়োগে কিংবা ভাব রূপান্তরে তা তৈরি হয়না।

শিবদাস ঘোষ লেনিন এর চিন্তাকে তাঁর দেশে প্রায়োগিক সংগ্রাম করতে গিয়ে সম্প্রসারিত করতে পারেন, নিজস্ব বাস্তবতায় অনুভব ও উপলব্ধির মাত্রাকে শানিত করে তুলতে পারেন এবং করেছেনও, সেজন্য আমরা তাকে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ বলি এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা থেকে শিক্ষাও নিয়েছি, নিচ্ছি। কিন্তু কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী যখন বলেন, "...বর্তমান যুগে লেনিনের ওই তত্ত্ব দিয়ে আর চলবেনা – এটা আমার কথা, শিবদাস ঘোষ এটা বলেননি।...আজ পৃথিবীতে কোনও দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই চিন্তা ছাড়া এগুনো যাবেনা।" তখন তা একটা ঢালাও মন্তব্য ও রিষফ পষধরস-এর পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বলা হচ্ছে মার্কসিস্ট তত্ত্বগত বিকাশ বা উন্নতি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটা প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই ঘটে। তাহলে শিবদাস ঘোষ এর মৃত্যুর ৩৭ বছর পর এবং দেশ কাল নির্বিশেষে সারা পৃথিবীতে শিবদাস ঘোষের চিন্তা ছাড়া এগুনো যাবেনা এভাবে বললে অর্থ কী দাঁড়ায়, এতে আবেগ যতটা প্রকাশ পায় ততটা বাস্তব প্রমাণ কি আছে? বলা যেতে পারে দুনিয়ার যে কোন দেশেই বিপ্লব করতে হলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শকে নিজ নিজ দেশের বাস্তবতার নিরিখে বিশেষায়িত করতে হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দেলন থেকে এবং বিভিন্ন মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ ও মনীষীদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। শিবদাস ঘোষের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা থেকেও শিক্ষা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাতে শিবদাস ঘোষের চিন্তার গুরুত্ব খাটো হয় না, বরং শিবদাস ঘোষের যথার্থ মূল্যায়ন হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাঠামোগতভাবে ব্যক্তি মালিকানা অবলুপ্ত হতে থাকে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয় না। তাছাড়া সমাজতন্ত্র যতই বিকশিত হোক রাষ্ট্র থাকছে মানে শ্রেণী থাকছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বাইরেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকছে বিধায় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মুদ্রা, পণ্য ইত্যাদির চলাচল ও বাহ্যিক জগতের সাথে নানা মাত্রিক লেনদেন, সাংস্কৃতিক প্রভাব ইত্যাদি মিলে সম্পত্তিজাত যে ব্যক্তি অধিকারবোধ বা ব্যক্তিবাদ প্রতিমুহূর্তে তৈরি হয় সেগুলোকে স্ট্যালিন বা মাও-সে তুং ধরতে পারেন নি এভাবে বলাটা সঠিক নয়। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশে বসবাসরত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সমতা আনা এবং তার ভিত্তিতে সাম্যবাদী সংস্কৃতির সুর তোলা, দূর থেকে দেখা ও বলা যত সহজ বাস্তবে সমমানে টেনে তোলা ততটাই কঠিন। ফলে একবার দু'বার নয় বহুবার অনিবার্য বিপর্যয় হলেও তাতে বোধের বা উদ্যোগের ঘাটতিকে সব সময় প্রমাণ করেনা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ছোট-খাট নানা রূপের ব্যক্তি মালিকানা এমনকি যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের মাঝেও ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক ধ্যান-ধারণা যেগুলির উদাহরণ স্ট্যালিন দিয়েছেন তাতে কাঠামো এবং উপরিকাঠামো উভয় দিক থেকেই পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কিংবা বুর্জোয়া ব্যক্তি অধিকারের ধারণা বা ব্যক্তিবাদী আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে পারে। শিবদাস ঘোষ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোচনায় মাও-সে তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এ সমস্যাগুলো ধরতে পেরেছিলেন তা বলতে গিয়ে বলেছেন, "নতুন সমাজব্যবস্থার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতি ও মেটিরিয়াল বেনিফিট (বৈষয়িক লাভ) কে ভিত্তি করে সমাজের ব্যক্তিমানসের মধ্যে ব্যক্তিবাদ, অর্থাৎ এক নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদের লক্ষণ তারা দেখতে পাচ্ছে। ... কিন্তু এগুলো যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শগত চেতনা, 'ইমোশান' (আবেগ) এবং ডেডিকেশান-এর বিরোধী অন্তত ব্যক্তিবাদের এই প্রকৃতিটা তারা ধরতে পারছেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই একে দূর করাও একটা অবশ্য প্রয়োজন।" (চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব - শিবদাস ঘোষ, রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ:১৮৫)। এখন যদি বলা হয়, "...আন্তর্জাতিকভাবে এবং সোভিয়েতের মধ্যেও যে সব আদর্শগত প্রশ্নগুলো এসেছিল তার জবাব দেওয়া হয়নি। সেই জবাব দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। ...ফলে পুরনো মার্কসবাদ মাও-সে তুং পর্যন্ত যার বিকাশ, শুধু সেটা দিয়ে চলবেনা। ... অর্থাৎ লেনিনের পর শিবদাস ঘোষ। এ কথাটা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে।" স্ট্যালিন এবং মাও সে তুং এর নাম উল্লেখ করা না হলেও আবার বলা হয়েছে, তাঁরা সমস্যাটা জীবনের শেষভাগে ধরতে পেরেছিলেন কিন্তু সমাধানের পথ দেখাতে পারেন নি, দেখিয়েছেন শিবদাস ঘোষ! আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে চিন্তা পদ্ধতিতে যে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছিল তাও শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালেই হুঁশিয়ারি দিয়ে দেখিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যে আধুনিক শোধনবাদের চর্চা হয়েছিল সে বিষয়ে চীনের ও আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির যথার্থ মূল্যায়ন রয়েছে। শিবদাস ঘোষও বলেছেন। তাহলে শুধু শিবদাস ঘোষ বলেছেন এভাবে বলা কতটুকু সঙ্গত। 'ব্যক্তিবাদ' থেকে মুক্ত না হয়ে উন্নত কমিউনিস্ট হওয়া যাবে না কথাটা কিভাবে বোঝা দরকার? ব্যক্তিবাদের উৎস কি? এটা পুঁজিবাদ থেকে সৃষ্ট উপসর্গ। ফলে পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াইকে যতটা নিয়মনীতি নির্ভর সামগ্রীকতায় পরিচালনা করা ও অংশগ্রহণ করা যাবে ততটা মাত্রায় অর্থাৎ সংগ্রাম বিকাশের চাহিদায় ভাবমানসগত ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে থাকবে। এটা ভাবকে ভাব দিয়ে মোকাবেলা করার প্রক্রিয়া নয়। সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ভাব এবং সংগ্রামে ভাব চেতনার প্রয়োগ এভাবেই দ্বান্দ্বিক নিয়মে 'ব্যক্তিবাদ' একটা প্রবণতা হিসেবে লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে। কারণ সমাজের

অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক বাস্তবতার যে নিয়ম ক্রিয়াশীল ও কার্যকর থাকে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়েই সর্বহারা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, প্রকাশিত ও বিকশিত হয়। অন্যথায় তা আচরণবাদে পরিণত হয়। ব্যক্তিবাদ নির্মূলের নামে ব্যক্তিবাদী প্রবণতা নানা দৃশ্য-অদৃশ্য ডাল পালায় ছড়িয়ে পড়ে। আমরা আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ মতবাদিক সংগ্রামেও সে জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে লেনিন যখন বলেন, দলের সমস্ত সদস্যদের যৌথ জ্ঞানই যৌথ নেতৃত্ব এবং দলের মধ্যে আদর্শগত কর্তৃত্ব যখন সাংগঠনিক কর্তৃত্ব রূপে আবির্ভূত হয় তখনই তা অথরিটি রূপে কার্যকারিতা লাভ করে, তখন দলের অথরিটি, যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপের ধারণা লাভ করতে অসুবিধা কোথায়? উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে কমরেড হায়দারের বক্তব্য যথার্থ নয়। কারণ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এর চিন্তা বা মতাদর্শ 'বীজের আকার নয়'- বাস্তব জীবন সংগ্রামের মধ্য থেকেই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির দর্শন বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শটি গড়ে উঠেছিল। ১৯০৩ সালে পার্টি সভ্যদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মার্তভের সাথে বিতর্ক হয়, তখনই লেনিন দেখিয়েছেন - কেন অর্গানাইজড পার্টি দরকার, কেন পার্টির অথরিটি দরকার। লেনিন বলেছিলেন, "... Now we have become an organized party, and this implies the establishment of authority, the transformation of the power of ideas into the power of authority... [Selected works, vol 6, page-291] তাছাড়া গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রশ্নেও যেভাবে বলা হয়েছে - লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন বলে কমরেড ঘোষ মডেস্টি দেখিয়েছেন - তার মানে কি লেনিনের অসমর্থতাকে বিনয়ের চাদরে ঢেকে কমরেড ঘোষ বলেছেন - এটা বুঝাতে চাইছেন কমরেড হায়দার? বাস্তবে লেনিন পরবর্তীকালে মাও সে তুং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা সম্পর্কে বলেছেন আদর্শগত কেন্দ্রীকতা ও সাংগঠনিক কেন্দ্রীকতা। আদর্শগত কেন্দ্রীকতা যে সমস্ত বিষয়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা হলো চিন্তাজগতের (অর্থাৎ জগৎ-জীবন সম্পর্কিত চিন্তা) সমস্ত দিককে ব্যপ্ত করে আর সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা সংগঠন আন্দোলনের সমস্ত দিককে ব্যপ্ত করে সাংগঠনিক কেন্দ্রীকতা। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্র ব্যপ্ত করে সংগ্রামের মাধ্যমে আদর্শগত কেন্দ্রীকতার কথা যে শিবদাস ঘোষ বলেছেন তার নির্যাস মাও এর বক্তব্যের মাঝেই পাওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানের জগতে 'বিগ ব্যাঙ থিওরি', 'এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স', 'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব', 'ল অব ডিটারমিনিজম', 'ল অব প্রবাবিলিটি', 'ফ্যাসিবাদ এবং অস্তিত্ববাদ' ইত্যাদি শিবদাস ঘোষের মৌলিক অবদান দাবি করে যে ৪০টি পয়েন্ট হাজির করা হয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে শিবদাস ঘোষকে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি ঘোষণার দাবির যৌক্তিকতা দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল, আমরা অন্যত্র তার জবাবে দেখিয়েছি কেন এ দাবি যৌক্তিক নয় এবং এগুলি মৌলিক কোন অবদানও নয়। একজন মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন দলের কর্মীদের সমৃদ্ধ করে ভারতবর্ষের একটি সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তুলে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য। এর মাধ্যমে তিনি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে একটি সাধারণ গাইড লাইন তুলে ধরেছেন বলে আমাদের মনে হয়নি। ফলে আমরা মনে করি বর্তমান সময়ে সার্বিক দেশের পরিস্থিতিতে শিবদাস ঘোষকে অথরিটি ঘোষণা করার দাবিতে অনড় থেকে এবং এ ধরনের একটা বিতর্ক তুলে এবং তাকে দলীয় শৃংখলা মেনে পদ্ধতিগতভাবে অব্যাহত না রেখে দল বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে দলকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের সহায়ক বা পরিপূরক নয়। এটা চূড়ান্ত গুরুবাদী ও গোঁড়ামী প্রবণতার (dogmatic approach) ফল। এ বিভ্রান্তি বিগত দিনের দলত্যাগীদের সাথে একটা নতুন সংস্করণ মাত্র।

জয় সমাজতন্ত্র।